খবরের প্রতিবাদ

Khabare Pratibad ● Agartala ● 2nd Year ● Issue - 73 (Morning Weekly) ● RNI No -TRIBEN/2023/88193 ● Friday, 2 January, 2026 ● ১৭ পৌষ, শুক্রবার, ১৪৩২ বাং ● ফোন ঃ 6009513751 ● Email :khobarepratibadofficial@gmail.com ● মূল্য ঃ ৩ টাকা ● Page 4

এক ত্রিপুরা সুস্থ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে অগ্রসর ডবল ইঞ্জিনের সরকার

খবরে প্রতিবাদ, ১ জানুয়ারি ।। ত্রিপুরাকে একটি সুস্থ, সচেতন ও কল্যাণকামী রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য দপ্তর কাজ করে চলেছে। রাজ্যের সর্বস্তরের মানুষের জন্য সুলভ, গুণগত ও সময়োপযোগী স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়েই ''মুখ্যমন্ত্রী নিরাময় আরোগ্য অভিযান'' শুরু করা হয়েছে। এই অভিযান রাজ্য সরকারের একটি সুদূরপ্রসারী ও দৃঢ় পদক্ষেপ। বুধবার আগরতলার প্রজ্ঞা ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে রাজ্যস্তরীয় ''মুখ্যমন্ত্রী নিরাময় আরোগ্য অভিযান'' এর উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর এবং ত্রিপুরা জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের উদ্যোগে ''মুখ্যমন্ত্রী নিরাময় আরোগ্য অভিযান'' এর সূচনা করা হয়। পাশাপাশি যক্ষ্মা সম্পর্কিত এআই ভিত্তিক পাইলট প্রশিক্ষণ মডিউলও চালু করা হয়। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের জন্য আজ এক উল্লেখযোগ্য দিন। স্বাস্থ্য দপ্তরের কাজের সাথে একটি নতুন পালকের সংযোজন হল। অসংক্রামিত রোগ সারা পৃথিবীতে এখন একটি আলোচ্য বিষয়। ভারতে বর্তমানে প্রায় ৬৫ শতাংশ মানুষ অসংক্রামিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। দেরিতে সনাক্ত হলে এই সমস্ত রোগে বিপর্যয়ের ঝুঁকি বাড়ে। এই কারণেই রোগের সনাক্তকরণ অপরিহার্য। লক্ষ্য করা গেছে বর্তমানে ৩০ বছরের উর্ধে মানুষের মধ্যে উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, বিভিন্ন ধরণের ক্যান্সার ইত্যাদি অসংক্রামিত রোগ একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই এসব রোগ প্রারম্ভিক ক্ষেত্রে ধরা পরে না এবং পরবর্তীতে মারাত্মক আকার ধারণ করে। এই পরিস্থিতিতে নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলা, রোগ চিহ্নিতকরণ এবং চিকিৎসার আওতায় এনে নিরাময়ের উদ্দেশ্যে এই প্রতিরোধমূলক ও জনমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, একটি সুস্থ মানুষই সুস্থ সমাজ গঠনে সহায়তা করতে পারে। নিজেকে সুস্থ রাখতে চাই সচেতনতা এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনশৈলী। রাজ্যের বর্তমান সরকারও নাগরিকদের সময়োপযোগী স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা করতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে নতুন নতুন স্বাস্থ্য পরিষেবা চালু করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, রাজ্যে ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপের জন্য গত বছর ৬ লক্ষ ৮০ হাজার ব্যক্তিকে স্ক্রিনিং করা হয়েছিল। এরমধ্যে ২৫ হাজার ২৫৯ জনের ডায়াবেটিস এবং ৪৯ হাজার ১৫৩ জনের উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত হওয়ার তথ্য উঠে আসে। ৫ লক্ষ ২৮ হাজার মহিলাকে স্তন ক্যান্সার এবং ১ লক্ষ মহিলাকে জরায়ু ক্যান্সারের জন্য স্ক্রিনিং করা হয়েছিল। যাদের রোগ সনাক্তকরণ হয়েছে তাদের চিকিৎসার আওতায় আনা হয়েছে এবং নিয়মিত ফলো-আপে রাখা হয়েছে। এই জরুরী প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করেই একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে এবং মিশন মোডে এই অভিযান কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। এই অভিযানের মাধ্যমে অসংক্রামিত রোগের স্ক্রিনিং, চিকিৎসা এবং নিয়মিত ফলো-আপ কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। এই অভিযানটি মূলত মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব, সুস্থ কৈশোর অভিযানের কৌশলের উপর ভিত্তি করেই প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রতিবছর দুই পর্যায়ে পরিচালিত হবে এই অভিযান। প্রতিটি পর্যায়ের মেয়াদ হবে ১৪ দিন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এ আই হলো বর্তমান বিশ্বের জন্য আশীর্বাদ। একে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে মানব সভ্যতার জন্য উজ্জ্বল দিন নিয়ে আসবে। আজকের দিনে যক্ষ্মা রোগ সম্পর্কিত এআই ভিত্তিক পাইলট প্রশিক্ষণ মডিউলের সূচনা রাজ্যের চিকিৎসা ক্ষেত্রে নতুন আধুনিক চিকিৎসার প্রতিফলন। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে মানব কল্যাণের কথা বলে আসছেন। সেই দৃষ্টিভঙ্গিকে পাথেয় করে রাজ্যের বর্তমান সরকারও নতুন নতুন পন্থা অবলম্বন করে চলছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, এই সব কর্মসূচিকে সফলতার শীর্ষে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য দপ্তরের সমস্ত স্তরের কর্মীকে দায়িত্বশীল ভূমিকা নিতে হবে। এতেই এই অভিযানের সার্থকতা আসবে। এই কর্মসূচি আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তর সম্পর্কিত বিভিন্ন উদ্যোগ যেমন, সুস্থ নারী সশক্ত পরিবার অভিযান, মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব ও সুস্থ কৈশোর অভিযান, রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কর্মসূচি, স্টপ ডায়রিয়া ক্যাম্পেইন, স্কুল হেলথ মিশন ইত্যাদি কর্মসূচি এবং রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের বিভিন্ন সফলতার চিত্র তুলে ধরেন। মুখ্যমন্ত্রী আজকের এই অভিযানকে মিশন মোডে সম্পাদনের আহ্বান জানান এবং সার্বিক সফলতা কামনা করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে। উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অধিকর্তা সাজু ওয়াহিদ এ, স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডা. দেবশ্রী দেববর্মা, রোগ প্রতিরোধ দপ্তরের অধিকর্তা ডা. অঞ্জন দাস, মেডিক্যাল এডুকেশন দপ্তরের অধিকর্তা ডা. এইচ. পি. শর্মা, ডা. নুপুর দেববর্মা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

ত্রিপুরায় ভারতীয় জনতা মজদুর সেলের রাজ্য সভাপতি নির্বাচিত জাভেদ মিয়াহ

খবরে প্রতিবাদ, ১ জানুয়ারি ।। ত্রিপুরা রাজ্যে ভারতীয় জনতা মজদুর সেলের উদ্যোগে এক গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক সভা ও রাজ্য সভাপতি নির্বাচন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে রাজ্যে সংগঠনের ভবিষ্যৎ রূপরেখা ও শ্রমিক কল্যাণমূলক কার্যক্রমের দিকনির্দেশ স্পষ্ট করা হয়। অনুষ্ঠানে সর্বসম্মতিক্রমে জাভেদ মিয়াহ-কে ভারতীয় জনতা মজদুর সেল, ত্রিপুরা রাজ্যের নতুন সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। সংগঠনের নেতৃত্ব জানিয়েছেন, এই নির্বাচন ত্রিপুরায় শ্রমিক স্বার্থ রক্ষায় সংগঠনকে আরও গতিশীল করবে। এই সভার মূল লক্ষ্য ছিল ত্রিপুরা রাজ্যে ভারতীয় জনতা মজদুর সেলের সাংগঠনিক কাঠামোকে আরও মজবুত করা এবং শ্রমিক, মজদুর ও কর্মজীবী মানুষের সমস্যা নিয়ে সংগঠিতভাবে কাজ করার জন্য কার্যকর নেতৃত্ব গঠন করা। পাশাপাশি কেন্দ্র ও রাজ্য নেতৃত্বের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণও ছিল আলোচনার অন্যতম বিষয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের একাধিক জাতীয় ও রাজ্যস্তরের নেতৃত্ব। ডা. বিশ্বপ্রিয় রায় চৌধুরী, ন্যাশনাল চেয়ারম্যান ডা. অর্ণব চ্যাটার্জী, ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট অরমান গাঙ্গুলি, ন্যাশনাল ভাইস প্রেসিডেন্ট , মুনাওয়ারি বেগম, ন্যাশনাল মহিলা প্রেসিডেন্ট, মনিকা সাহা, স্টেট মহিলা প্রেসিডেন্ট (ত্রিপুরা) নেতৃত্ববৃন্দ তাঁদের বক্তব্যে নবনির্বাচিত সভাপতিকে অভিনন্দন জানান এবং শ্রমিক সমাজের অধিকার ও কল্যাণে সংগঠন সর্বদা পাশে থাকবে বলে আশ্বাস দেন। ভারতীয় জনতা মজদুর সেল একটি অরাজনৈতিক শ্রমিক কল্যাণমুখী সংগঠন হিসেবে সংগঠিত ও অসংগঠিত শ্রমিকদের অধিকার, সম্মান ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করে। সংগঠনের পক্ষ থেকে শ্রম আইন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, সরকারি শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দেওয়া এবং শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি প্রশাসনের কাছে তুলে ধরার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী দিনে ত্রিপুরা রাজ্যে জেলা, মহকুমা ও ব্লক স্তরে সংগঠন বিস্তারের পাশাপাশি নির্মাণ শ্রমিক, দিনমজুর, পরিবহন শ্রমিক ও অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের নিয়ে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। এছাড়া সচেতনতা শিবির, কর্মশালা এবং শ্রমিক সমস্যা সমাধানে হেল্পডেস্ক গঠনের পরিকল্পনাও রয়েছে। সংগঠনের নেতৃত্বের আশা, নবনির্বাচিত সভাপতির নেতৃত্বে ত্রিপুরায় ভারতীয় জনতা মজদুর সেল শ্রমিক সমাজের স্বার্থে আরও কার্যকর ও জনমুখী ভূমিকা পালন করবে।

প্রসেনজিৎ সরকারের মৃত্যু মামলায় ধৃত ৫ জনকে ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত জেল হেফাজত

খবরে প্রতিবাদ, ১ জানুয়ারি ।। *ধর্মনগরে ডেলিভারি বয় প্রসেনজিত সরকার কে মৃত্যুর জন্যে প্ররোচনা দিয়ে পুলিশের জ্বালে আটক ৫ জন কে আগামী ৯ই জানুয়ারি অব্দি জেল রিমান্ড এর নির্দেশ দিলো মহামান্য জেলা ও দায়রা আদালত। এই নিয়ে যে মামলা দায়ের হয় তার নম্বর হল ১২২/২০২৫। ঘটনায় অভিযুক্ত ৫ জনের নাম সঙ্গিতা ভট্টাচার্য্য ,সুস্মিতা ভট্টাচার্য্য,সৌরভ ভট্টাচার্য্য , মেঘদিপ ভট্টাচার্য্য, পিউ ধর। তাদের কে দীর্ঘ তল্লাশির পর গ্রেফতার করে পুলিশ। অতঃপর তাদের কে আদালতে প্রেরণ করা হয়। উল্লেখ্য কিছুদিন পূর্বে ব্লু ডার্ট নামক একটি অনলাইন ডেলিভারি সংস্থার কর্মী প্রসেজিত সরকার এর সাথে এক কাস্টমানের প্রাথমিক বিবাদ এবং পরে দল বদ্ধ ভাবে তার উপর মানসিক নির্য্যাতন চালানোর ঘটনায় সে আত্মঘাতী হয়। তাকে মারধোর ও অপমান করে সেই ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল করে দেওয়া হয়। আর সেই অপমান সহ্য করতে না পেরেই সে এই পৃথিবী ছেড়ে বিদায় নেয় চিরতরে। এই ঘটনা মুহূর্তের মধ্যেই ছড়িয়ে পরে। দিকে দিকে আন্দোলন শুরু হয়। দোষীরা ততক্ষণে রাজ্যের সিমানা পেরিয়ে গা ঢাকা দেয় অন্য রাজ্যে। এদিকে আন্দোলনের জেরে চাপে পরে যায় রাজ্য সরকার ও। এই ঘটনার কড়া তদন্তের নির্দেশ দেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা। অবশেষে জোর তল্লাশি চালিয়ে অভিযুক্ত মূল ৫ জন কে বাগে আনতে পারে পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা নিয়ে তদন্ত চালিয়ে বর্তমানে তাদের কে জেল রিমান্ডে পাঠিয়েছে আদালত। বছরের একেবারে শেষের দিকেই তাদের কে রিমান্ডে দেয় আদালত। নতুন বছরের শুরু তেই অভিজুক্তদের রিমান্ডে রেখে জোর জিজ্ঞাসাবাদ চালাবে পুলিশ। প্রসেনজিৎ এর শুভাকাঙ্ক্ষীরা কেবল এখন তাদের শাস্তির অপেক্ষায় দিন গুনছেন।*

২২ বছর পুরনো রোগী পরিচারিকা দের ছাটাই, চুপ কেন মুখ্যমন্ত্রী ?

খবরে প্রতিবাদ, ১ জানুয়ারি ।। দীর্ঘ ২২ বছর ধরে কাজ করার পর হঠাৎ করেই ছাঁটাই হওয়া রোগী পরিচারিকাদের চাকরি ফেরানোর দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে হাতজোড় করে কাতর আবেদন জানালেন টিএমসি হাসপাতালের একাংশ রোগী পরিচারিকা। বৃহস্পতিবার প্ল্যাকার্ড হাতে হাসপাতালের সামনে বিক্ষোভে সামিল হন প্রায় শতাধিক অসহায় মহিলা। জানা গেছে, প্রায় ২২ বছর আগে রোগী পরিচারিকা সমিতির মাধ্যমে এই কর্মীদের হাসপাতালে নিয়োগ করা হয়েছিল। বর্তমানে প্রায় ১৫০ জন রোগী পরিচারিকাকে কোনো রকম নোটিস ছাড়াই কাজ থেকে ছাঁটাই করা হয়েছে। ফলে গত দুই মাস ধরে উপার্জনের কোনো পথ না থাকায় চরম দুর্দশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন তাঁরা। রোগী পরিচারিকাদের অভিযোগ, তাঁরা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো ধরনের বেতন বা ভাতা পান না। সম্পূর্ণরূপে রোগীর পরিজনদের কাছ থেকে পাওয়া পারিশ্রমিকের উপরই তাঁদের জীবিকা নির্ভর করে। এর ফলে সরকারি কোষাগার থেকে কোনো অর্থ ব্যয় না হলেও অজানা কারণে হঠাৎ তাঁদের কাজ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁদের দাবি, এর ফলে শতাধিক পরিবারের রুজি-রোজগার বন্ধ হয়ে গেছে। বিক্ষোভস্থলে এক রোগী পরিচারিকা বলেন, “আমরা ২২ বছর ধরে এখানে কাজ করছি। এই কাজ করেই সংসার চালিয়েছি, ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা করিয়েছি, অসুস্থ স্বামী বা পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসা করিয়েছি। কিন্তু হঠাৎ করে আমাদের বন্ধ করে দেওয়ায় আজ দুই মাস ধরে ঠিকমতো খেতে পারছি না। এক বেলা রান্না করার অবস্থাও নেই।” তিনি আরও জানান, তাঁর স্বামী দীর্ঘদিন ধরে গুরুতর অসুস্থ। দুই ছেলেএকজন দ্বাদশ শ্রেণিতে, অন্যজন কলেজে পড়ে। এই অবস্থায় কাজ না থাকলে ছেলেদের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। রোগী পরিচারিকারা জানান, এর আগেও তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন, কিন্তু কোনো সাড়া মেলেনি। বাধ্য হয়েই তাঁরা আবার রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁদের একটাই দাবিঅবিলম্বে কাজ ফিরিয়ে দেওয়া হোক, যাতে তাঁরা তাঁদের পরিবার নিয়ে বাঁচতে পারেন। বিক্ষোভরত মহিলারা জানান, দাবি মানা না হলে আগামী দিনে তাঁরা আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটতে বাধ্য হবেন।

চোরের আস্ফালন রুখতে মাঠে সচেতন জনতা

খবরে প্রতিবাদ, ১ জানুয়ারি ।। পুলিশ না পারলেও আম জনতা পারছে। চোরেদের দৌরাত্ম্য কমাতে আম জনতাই এবার ময়দানে নামছে। এবার এমনি এক ঘটনা ঘটেছে এয়ারপোর্ট থানাধীন এলাকায়। জানা গেছে, এয়ারপোর্ট থানাধীন দুর্গা বাড়ি এলাকায় সাত সকালে নির্মাণ সংস্থার ট্রিপার গাড়ির ব্যাটারি চুরি করে পালিয়ে যাওয়ার সময় জনতার হাতে আটক হয়েছে দুই চোর। পরে তাদের তুলে দেওয়া হয় পুলিশের হাতে। জানা যায় বামুটিয়া বিধানসভার অন্তর্গত লেম্বুছড়া থেকে যে বাইপাস সড়ক নির্মাণের কাজ চলছে তার একটি ক্যাম্প হাউস নির্মিত হয়েছে দুর্গা বাড়ি এলাকায় এবং এই ক্যাম্প হাউস থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জিনিসপত্র চুরি হয়ে থাকে। কিন্তু কারা এই চুরি কাণ্ড ঘটাচ্ছে সেই বিষয়ে কারোর কিছুই জানা ছিল না। অতঃপর বৃহস্পতিবার সকালে ঐ এলাকার একটি ট্রিপার গাড়ির ব্যাটারি চুরি করে যাওয়ার সময় বিষয়টি জনতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তখনি তাদের হাতে আটক হয় ২ চোর। দুজনের মধ্যে একজন ললিত মুন্ডা নামের চোর জানায় তাদের এই চুরিকাণ্ডে একটা বড় চক্র জড়িয়ে রয়েছে। তার সঙ্গে ভিম, নিপু,সমীর সহ আরো বেশ কয়েকজন যুক্ত রয়েছে। যদিও তাদের কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি এখনো। তবে আটক দুজন কে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চালালে বাকি চোর গুলি ও পুলিশের জ্বালে ধরা দিতে পারে বলেই মনে করছেন এলাকাবাসী। তাছাড়া নিত্যদিন এহেন চুরি কাণ্ড ঘটতে থাকলে অচিরেই মানুষ নিরাপত্তা হীনতায় ভুগবে। তাই পুলিশ যাতে এর কঠিন তদন্ত করে এমনটাই দাবী এলাকাবাসীর।

রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে মিথ্যে মামলায় ফাঁসানো হল কি ৫ যুবক কে?

খবরে প্রতিবাদ, ১ জানুয়ারি ।। পিকনিক ট্রিপে ভাড়া করে নিয়ে গিয়ে গাড়ির ড্রাইভার কে মারধোর ও ছিন্তাই এর ঘটনা সম্পূর্ণ ভাবে মিথ্যে। রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ৫ যুবক কে মিথ্যা মামলায় ফাসানোর অভিযোগ। ড্রাইভার ও তার সঙ্গীদের বানানো কাহিনি কেই প্রশ্রয় দিচ্ছে পুলিশ। এবার এমনি অভিযোগ তুলে ধরেছেন অভিযুক্ত দের অভিভাবক সহ এলাকাবাসী। উল্লখ্য, দুদিন পূর্বে একটি সুইফট ডিজায়ার গাড়ির ড্রাইভার প্রনব শিল এনসিসি থানার দ্বারস্থ হয়ে অভিযোগ করেন যে ৫ যুবক মিলে তার গাড়ি ভারা নেয় পিকনিকে যাবার জন্যে। তারা উদয়পুর ও পরে ছবি মুড়া তে যায়। রাতের বেলা সেখান থেকে ফিরে আসে। কিন্তু আগরতলা গান্ধী গ্রাম আসা মাত্রই নাকি তারা ড্রাইভার এর উপর আক্রমন চালায় এবং তার গলায় থাকা সোনার চেইন ছিন্তাই করে। এই নিয়ে থানার দ্বারস্থ হয়ে মামলা করে সে। ঘটনার দুদিন বাদেই আচমকা এই নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন অভিযুক্ত পাঁচ যুবকের অভিভাবক সহ এলাকাবাসী। তাদের মতামত এমন কোনো ঘটনাই ঘটেনি সেদিন। মূলত গাড়ি চালক প্রনব শীল সেদিন অত্যন্ত দ্রুত গতিতে গাড়ি চালানোর ফলে গারিতে থাকা যুবকেরা তাকে ধীরে গাড়ি চালাতে বলেন। এই নিয়ে তাদের মাঝে সামান্য বিতর্ক হয়। পরে গন্তব্যে ফিরে ড্রাইভার তাদের কাছে বেশি টাকা দাবী করে। আর সেই টাকা দিতে তারা রাজি না হওয়ায় তাদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হয় ঐ গাড়ি চালক। তখন তাদের সাথে সামান্য বিবাদ বাঁধলে সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই ৫ যুবকের নামে ছিন্তাই ও মারধোর এর মিথ্যে মামলা দায়ের করে ঐ ড্রাইভার, এমনটাই অভিযোগ এলাকাবাসীর। তাছাড়া তাদের আরও প্রশ্ন, এক জন ড্রাইভার গলায় সোনার চেইন কিংবা হাতে এত সোনার আংটি পরবেনই বা কেন আর তার কাছে হাজার হাজার টাকা নগদ ই বা কি করছিল ? তাছাড়া যদি তার কাছে নগদ অর্থ ছিলই তবে কেন সে গাড়ির পেট্রোল ও খাবারের জন্যে ঐ ৫ যুবকের কাছ থেকে ধাঁরে টাকা নিয়েছিল ? মুলত এই সব কিছুই তার নাটক। সে ইচ্ছে কৃত ভাবে তার ক্ষোভ মেটাতে মিথ্যে মামলা করেছে বলেই অভিযোগ করেছেন এলাকাবাসী সহ আটক ৫ যুবকের অভিভাবকেরা। ড্রাইভার ও তার স্ত্রী নাকি রাজনৈতিক দলিয় নেতাদের ইন্ধনে ৫ যুবক কে মিথ্যে মামলায় ফাসিয়ে তাদের হয়রানি করতে চাইছে। চালকের স্ত্রীর সাথে এই নিয়ে মিমাংসার কথা বললে উনার নাকি বক্তব্য, স্থানীয় নেতারা যা বলবেন তাই হবে। এর থেকেই স্পষ্ট যে একটা দুষ্ট চক্র এই ঘটনাকে রাজনৈতিক ফায়দা লুটার জন্যে ব্যবহার করতে চাইছে। অন্যদিকে পুলিশ ও নাকি নিরপেক্ষ ভুমিকা পালন করছে না। এই নিয়ে দুপক্ষের মাঝে আপাতত এই বিবাদ অমীমাংসিত রয়ে গেছে।

নতুন বছরের প্রথম দিনেই সড়ক সুরক্ষায় সচেতন খোয়াই পুলিশ

খবরে প্রতিবাদ, ১ জানুয়ারি ।। নতুন বছরের শুরুতেই নিরপত্তা সংক্রান্ত বিষয় কে মাথায় রেখে এক অভিনব উদ্যোগ নিলো খোয়াই থানার পুলিশ। ১লা জানুয়ারী তে রোড সেফটির বিষয় নিয়ে সমস্ত দ্বিচক্রী যান চালকদের সচেতন করতে হেলমেট বিতরন করলেন থানার ওসির উদ্যোগে সমস্ত পুলিশ কর্মীরা। উল্লেখ্য, রাজ্যে নিত্যদিন যান দুর্ঘটনার হিড়িক লেগেই রয়েছে। সতর্কতার অভাবে কিংবা হেলমেট পরিধান না করার কারনে বহু মানুষ সামান্য দুর্ঘটনা তেও প্রান হারাচ্ছেন। এই বিষয় গুলোকে সামনে রেখে প্রায়শই শহরাঞ্চলে ট্র্যাফিক বিভাগের পক্ষ থেকে নানা সচেতনতা মূলক কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়ে থাকে। হেলমেট বিতরন ও তারই একটা অঙ্গ। খোয়াই থানার পুলিশ বাবুরা নতুন বছরের প্রথম মাস টি কে এক্সিডেন্ট ফ্রি হিসেবে চিহ্নিত করার জন্যে এবং দ্বিচক্রী যান চালকদের মাঝে সচেতনতা বাড়ানোর জন্যেই এই কর্মসূচী টি পালন করেন। মূলত এদিন হেলমেট বিহীন চালকদের হাতে তুলে দেওয়া হয় আইএসআই মার্কা হেলমেট গুলো।

বলা বাহুল্য, বাইক থেকে গাড়িবেপরোয়া গতি, সড়ক সুরক্ষা বিধি অমান্য এবং মাদক সেবন করে যানবাহন চালানো দুর্ঘটনার অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে সড়ক নিরাপত্তা নিয়ে সচেতনতা বাড়াতেই বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে খোয়াই থানা। খোয়াই থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার সহ থানার পুলিশ কর্মীরা এদিন খোয়াই শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় এই কর্মসূচী পালন করেছেন। খোয়াই বনকরস্থিত নতুন টাউন হল এলাকা এবং সুভাষপার্ক সংলগ্ন টিকে ডিকে রোডে সদ্য উদ্বোধন হওয়া সেলফি পয়েন্টে এই অভিযান চালানো হয়। যা খোয়াইবাসীর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পুলিশ কর্মীরা পথচলতি বাইক চালকদের সড়ক সুরক্ষা বিধি মেনে চলার গুরুত্ব বোঝান এবং হেলমেট ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। এ বিষয়ে ওসি কৃষ্ণধন সরকার জানান, নিত্যদিনই সড়ক দুর্ঘটনা ঘটছে। হেলমেট বিহীন টু-হুইলার মানে বাইক দুর্ঘটনাই বেশী হচ্ছে। তাই সড়ক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এই ধরনের সচেতনতামূলক অভিযান নিয়মিত চালানো হবে। পাশাপাশি আগামী দিনে যারা আইন ও ট্রাফিক বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করবে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন।

সম্পাদকীয়

২ বর্ষ, শুক্রবার, ১৭ পৌষ, ১৪৩২ বাংলা

মানুষের জন্যে করে যারা মানুষের হাতেই বলি তারা

নতুন বছরের শুভেচ্ছা। কিন্তু একটা প্রশ্ন, কিছুতেই না করে পারা যায় না। বছরটা পাল্টে গেলেও পাল্টে যাবে কি মানুষ, পালটাবে কি মানসিকতা ? নাকি পাল্টে যাবে অপরাধ এর ধরন। নাকি সব থেকে যাবে বহাল সেই আগের মতই ? এই যে স্বাধীনতার এত বছর পরে ও আমরা যারা নিজেদের স্বাধীন বলে দাবী করি লোক সমাজের সাথে তাল মেলাবার খাতিরে আমরা জানি, আমরা স্বাধীন নই। বর্তমানে আরও নই। কারণ আমাদের মৌলিক অধিকার গুলিই আজ আমাদের আয়ত্বে নেই। বাক স্বাধীনতা নেই। প্রতিবাদ করার অধিকার নেই। প্রতিবাদী হলে আগে জীবন এর মায়া ছেড়ে দিতে হবে। তাই বিশেষ করে আমরা যারা সংবাদ মাধ্যমের কর্মী, আমাদের ক্ষেত্রে এই কথা গুলো আক্ষরিক অর্থেই সত্য। দুর্নীতি কিংবা অন্যায় এর বিরোধিতা করতে গিয়ে দেশের বহু গন্য মান্য সংবাদ মাধ্যমের সৈনিকেরা অকালে প্রান হারিয়েছেন। দেশ কেন, ত্রিপুরা রাজ্যেই তো ঘটেছে — সুদীপ শান্তনু ? ভুলেনি আজো কেও। একই ভয় আজো আমাদের মাঝে জলজ্যান্ত। আমরা মানুষের জন্যে কাজ করি, আবার সেই মানুষই আমাদের ক্ষত বিক্ষত করতে মরিয়া। দিকে দিকে আমাদের সাংবাদিক ভাই বোনেরা আক্রান্ত। কোনো বিধায়ক, মন্ত্রীর বিরুদ্ধে খবর ছাপা যাবে না। প্রমান থাকলেও তা লুকিয়ে রাখতে হবে। খবর করা যাবে না। প্রচার করা যাবে না। বিরোধিতা করা যাবে না। নাহলে রাত বিরেতে জানমাল নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারবেন কিনা সেই নিয়ে সংশয় থাকবে। আপনার পেছনে লেলিয়ে দেওয়া হবে সমাজ দ্রোহী। এটাই বাস্তব সত্য। সংবাদ কর্মীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত আজো হয়নি। জতই মিছিল হোক, ডেপুটেশান হোক। আজো প্রতি পদে পদে নিগৃহীত হতে হয় খোদ সংবাদ কর্মীদের। গণতন্ত্রের ৪র্থ স্তম্ভ বটে, তবুও পায়ে শেকল বাঁধার চেষ্টা চলে। আর কত ? এই নতুন বছর কি আমাদের জন্যে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করণের একটা সুযোগ হয়ে উঠবে ?

পরিষেবা

হাসপাতাল ঃ জিবি ঃ ২৩৫-৫৮৮৮ **টি এম সি ঃ** ২৩৭০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক ঃ** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স ঃ রামঠাকুর সংঘ ঃ** ৬০০৯২২৪৪০৫, ৯৭৭৪১১৩২৬৯, **ব্লু লোটাস ক্লাব ঃ** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা ঃ** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬, **রিলিভার্স ঃ** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা ঃ** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব ঃ** ৮৭৯৪১৬ ৮২৮১, **রামকৃষ্ণ ক্লাবঃ** ৮৭৯৪১ ৬৮ ২৮১ **শতদল সংঘ ঃ** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া)** ৯৭৭৪১১৬ ৬২৪, **চাইল্ড লাইন ঃ** ১০৯৮ (টোলফ্রিঃ ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক ঃ জিবি ঃ** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আই জি এম ঃ** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস ঃ** ৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব ঃ** ৯৭৭৪৩১৭৫৩৮, **তরুন সংঘ ঃ** ৮৮৩৭৩০৩৫৪৬, ৯৭৭৪১৬৪০১৯, ৮৭৯৪৫৩৪৭৫৮। **শববাহী যান ঃ ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন- ৮২৫৬৯৯৭১৯৫, ইন্টিগ্রেটেড ইয়ুথ অব ত্রিপুরা ঃ** ৯৪৩৬৯৩১৬০৮, **সেন্ট্রালরোড যুব সংস্থা - ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬, সমাজ কল্যাণ সংঘ -** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **ব্লু লোটাস ক্লাব-**৯৪৩৬৫ ৬৮২৫৬ **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিণ্ডিকেট ঃ** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স এসোসিয়েশন ঃ** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স ঃ** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) ঃ ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব ঃ ৭০০৫৪৬০০৩৫/৯৪৩৬৫৯১৮৯১, নব অঙ্গীকার ঃ** ৯৮৫৬৩৪৫৪৭৫, **ফায়ার সার্ভিস ঃ প্রধান স্টেশন ঃ** ১০১/ ২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট ঃ** ১০১/ ২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন ঃ** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার ঃ** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ ঃ পশ্চিম থানা ঃ** ২৩৮-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা ঃ** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা ঃ** ২৩৭-০৩৮৫, **এয়ারপোর্ট থানা ঃ** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল ঃ** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ ঃ ১৯১২, বিমানবন্দর এয়ার ইণ্ডিয়া ঃ** ৯৪৩৬১২৪৪৯২, **এয়ার ইণ্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর ঃ** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইণ্ডিগো ঃ** ২৩৪-১২৬৩, **রেল সার্ভিস ঃ রিজার্ভেশন ঃ** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস ঃ** টি আর টি সি বিল্ডিং ঃ ২৩২-৫৬৮৫।

সাপ্লিমেন্ট অপ্রয়োজনীয়

ফিট থাকতে চেষ্টার ত্রুটি রাখেন না কেউই। শরীরচর্চা থেকে ডায়েট, ফিটনেস বজায় রাখতে অনেকেই শরীরের বাড়তি যত্ন নেন। আবার সাপ্লিমেন্টও খান অনেকে। পুষ্টিবিদেরা অবশ্য জানাচ্ছেন, ফিট থাকা যতটা কঠিন মনে হয়, ততটাও নয়। সুস্থ থাকতে গেলে কিছু খাবারে ভরসা রাখলেই চলবে। স্বাস্থ্যকর খাবারের তালিকা অতি দীর্ঘ। তবে কিছু খাবার একসঙ্গে খেলে প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। ভিতর থেকে চাঙ্গা থাকবে শরীর। আলাদা না খেয়ে কোন খাবারগুলি একসঙ্গে খেলে বেশি সুফল পাবেন?

দুধ, কলা এবং খেজুর

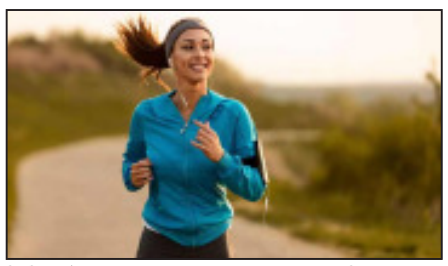

তিনটি খাবারই অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর। তবে আলাদা ভাবে না খেয়ে যদি একসঙ্গে খেতে পারেন, তা হলে বেশি উপকার পাবেন। প্রতিটি খাবারে কার্বোহাইড্রেট, পটাশিয়াম, প্রোটিন রয়েছে ভরপুর পরিমাণে। এই উপাদানগুলি যদি শরীরে একসঙ্গে প্রবেশ করে তাহলে বাড়তি সুফল পাওয়া যাবে। চনমনে হবে শরীর। প্রতিরোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাবে।

হলুদ দুধ এবং গোলমরিচ

রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে দুধের সঙ্গে হলুদ মিশিয়ে খান অনেকেই। এই হলদি দুধ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। রোগের সঙ্গে লড়াই করার শক্তি জোগায় শরীরে। তবে আরও বেশি সুফল পেতে পারেন যদি ওই পানীয়ে গোলমরিচ মিশিয়ে নিতে পারেন। গোলমরিচ আর হলুদের গুণে প্রদাহজনিত সমস্যা দূর হবে।

টক দই এবং ভাত

ভাতের সঙ্গে টক দই খাওয়ার অভ্যাস সতিই উপকারী। অনেকেই দই-ভাত খান। দই এবং ভাত একসঙ্গে খেলে শরীরে প্রোটিন আর প্রোবায়োটিকও পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে। দই-ভাত হজমের গোলমাল কমায়, হাড়ের যত্ন নেয়।

রুটি এবং ঘি

রুটির সঙ্গে ঘি মাখিয়ে খেলে অনেকটা পরোটার মতো লাগলেও, খাবারের এই দুই জুটি স্বাস্থ্যগুণে অনেকটাই এগিয়ে। রুটিতে রয়েছে ডায়েটারি ফাইবার। হজমের গোলমাল কমাতে ফাইবারের জুড়ি মেলা ভার। ঘিয়ে রয়েছে 'ল্যাক্সেটিভ' উপাদান, যা ডায়েটারি ফাইবারের সঙ্গে মিশে শরীরের খোয়াল রাখে।

তাঁর বাণী আমাদের আলোর দিকে নিয়ে যাক

'আমি কবি, অপ্রকাশ সত্যকে প্রকাশ করবার জন্য, অমূর্ত সৃষ্টিকে মূর্তি দানের জন্য ভগবান কর্তৃক প্রেরিত। কবির কণ্ঠে ভগবান সাড়া দেন। আমার বাণী সত্যের প্রকাশিকা, ভগবানের বাণী।' আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে এমন কথা যিনি উচ্চারণ করেছিলেন তাঁর নাম নজরুল ইসলাম। ২৩ নভেম্বর, ১৯২২। 'ধূমকেতু' পত্রিকার সম্পাদক নজরুলকে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। পরের বছরের শুরুতেই বিচারাধীন বন্দি হিসেবে তিনি আদালতে যে বক্তব্য রেখেছিলেন তা 'রাজবন্দির জবানবন্দি' হিসেবে বিখ্যাত। এই লেখার শুরুতেই যে কয়েকটি বাক্য তুলে ধরা হল তা ওই জবানবন্দিরই অংশ। ২৭ জানুয়ারির সংখ্যায় 'ধূমকেতু'র পাতায় তা প্রকাশিতও হয়েছিল। এক শতাব্দী পেরিয়ে এসে নতুন করে নজরুলের সেই জবানবন্দি যেন মহাকালের মন্দিরা হয়ে বেজে উঠছে। সম্প্রতি নবদ্বীপের রাধারাণী মন্দিরের হিন্দু নাটমন্দিরে যা ঘটেছে, তারপর বাঙালির বোধহয় ফের একবার নতুন করে নজরুলকে উপলব্ধি করা দরকার হয়ে পড়েছে।

নাটমন্দিরে রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা চলাকালীন 'মুসলমান' নজরুলের ছবি সেখানে রাখা যাবে না- এমন নিদান নাকি খোদ মন্দির কমিটিরই! তবে তারা হয়তো বুঝতে পারেনি বিতর্কের ঝড় কতটা ব্যাপক হতে চলেছে। পরে ঢোঁক গিলে ক্ষমা চেয়ে নিলেও এত সহজে এই উদ্বেগ থেকে মুক্তি নেই আমাদের। নজরুলকেও তাহলে ধর্মের নিক্তিতে বিচার করতে হবে! তাও জাত-ধর্মের আগল ভেঙে ফেলা ভক্তি আন্দোলনের জনক শ্রীচৈতন্যের জনপদে! এক আশ্চর্য আঁধারে দাঁড়িয়ে গুলিয়ে দেওয়ার এই খেলাকে সম্যক বুঝে নিয়ে সাবধান হওয়া আশু প্রয়োজন। এমনিতেই দেরি হয়ে গিয়েছে। এরপর কত কী যে হারিয়ে ফেলব! অথচ নজরুল। সাম্প্রদায়িক বিভেদের জিগির যাঁরা তোলেন, তাঁদের সামনে এক অনতিক্রম্য হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারতেন তিনি। কিন্তু তাঁকেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত চক্রান্তের শিকার হতে হচ্ছে। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা'র পাতায় চোখ রাখলেই বোঝা যাবে এক ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদীকে। ইংরেজের শোষণ ও অত্যাচারে কুঁকড়ে যাওয়া এক জাতিকে জাগিয়ে তুলতে এমনই মহামানবকেই সেই সময় প্রয়োজন ছিল। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'কাজী নজরুল ইসলাম' নামের এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন, 'এই জীবনকে বলা উচিত মহাজীবন। কারণ এর মধ্যে লুকানো রয়েছে একটি সনাতন তপস্যা। সে তপস্যা কবিশ নয় সে তপস্যা ঈশ্বরকে জানার তপস্যা। সৃষ্টির আদিম প্রশ্নের উত্তরের জন্য যে তপস্যা- এ তপস্যা তাই।''অগ্নিবীণা'র কবিতাগুলির নামের দিকে দেখলেই চোখে পড়বে একদিকে 'কোরবানি', 'মোহররম', 'শাত-ইল-আরব'-, অন্যদিকে 'আগমণী', 'রক্তাম্বর-ধারিণী মা'- ইসলামিক ও হিন্দু শব্দের এই বৈচিত্র লক্ষণীয়। যা বুঝিয়ে দেয়, শুরু থেকেই জাতি-ধর্মের বেড়া ভেঙে সবকিছুকে সঙ্গে করেই এগিয়ে চলতে চেয়েছেন বছর তেইশের নজরুল। 'বিদ্রোহী' কবিতায় নজরুল বলেছিলেন, 'মম এক-হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী/ আর হাতে রণ-তূর্য'। অর্থাৎ একদিকে নিপীড়িত জাতিকে জাগিয়ে তোলার মন্ত্র বুনছেন তিনি। অন্যদিকে সেই তিনিই লিখছেন, 'মসজিদেরই পাশে আমায় কবর দিও ভাই/ যেন গোরে থেকেও মোয়াজ্জিনের আজান শুনতে পাই।'সেই মানুষটি আবার জগন্মাতার উপাসনায় লিখতে বসছেন শ্যামাসংগীতও। লিখছেন 'কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন', 'আমার কালো মেয়ে রাগ করেছে' অথবা 'কালো রূপে মন ভুলালে কালোকে আয় বাসবি ভাল' বা 'শ্মশানে জাগিছে'র মতো গান। প্রায় আড়াইশোটি শ্যামাসংগীত। রামপ্রসাদ সেন ছাড়া সম্ভবত এতগুলি শ্যামাসংগীত আর কেউ লেখেননি। গান লেখাই কেবল নয়, অত্যন্ত নিষ্ঠাভরে কালীসাধনা ও করতেন নজরুল। আসলে স্ত্রীর অসুস্থতা ও ছেলে বুলবুলের অকালপ্রয়াণে আরও বেশি করে নিজেকে মা কালীর চরণে সঁপে দিয়েছিলেন তিনি। এই ভক্তির পিছনে সম্ভবত বড় প্রভাব ছিল লালগোলা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বরদাচরণ মজুমদারের। তন্ত্রসাধক এই মানুষটির সাহচর্যেই নজরুলের মনের ভিতরে আরও বেশি করে বিকশিত হয়েছিল কালীভক্তি। এরই পাশাপাশি অবশ্য নজরুল বিশ্লেষণ করেছেন শ্রীশ্রীচণ্ডীর তত্ত্ব। গান লিখেছেন শ্রীকৃষ্ণকে নিয়েও।

ধর্মবিশ্বাসকে সঙ্গে নিয়েই মানবপ্রেম ও সৌভ্রাতৃত্বের বাণীই যেন রচনা করতে চেয়েছেন আমাদের 'বিদ্রোহী' কবি। এই 'বিদ্রোহী' তকমাটি অবশ্য নজরুলকে একটা নির্দিষ্ট মাত্রার ভিতরে বেঁধে রাখতে চায়। তিনি যে কেবল বিদ্রোহী নন। তিনি প্রেমিক, তিনি ধর্মপ্রাণ এক মানুষ। তাঁকে সামগ্রিকতায় বিচার করলে বোঝা যায়, কত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছেন তিনি। অথচ মাত্র ২৩ বছরের সাহিত্যিক জীবন তাঁর। এত অল্প সময়ে এই বৈচিত্র অভাবনীয়। তেমনই অভাবনীয় এই মানুষটিকে স্রেফ 'মুসলমান' তকমায় আটকে রাখার ঘৃণ্য প্রবণতা। মনে পড়ে যায়, পূর্ব পাকিস্তানে (আজকের বাংলাদেশ) একসময় নজরুলের কবিতার 'পাকিস্তানি সংস্করণ' প্রকাশের তোড়জোড় শুরু হয়েছিল। কিন্তু সেসব শেষ পর্যন্ত ধোপে টেকেনি। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই ১৯৪৯ সালে অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছিলেন, 'ভুল হয়ে গেছে বিলকুল/ আর সব কিছু ভাগ হয়ে গেছে/ ভাগ হয়নিকো নজরুল'। এই অমোঘ উচ্চারণেই ধরা আছে বাঙালির কাছে নজরুলের আসল ছবিটা যদিও সেই ছবিই যে একমাত্র নয়, তা বুঝতে মনে রাখা দরকার ১৯৭৬ সালে অন্নদাশঙ্করই অভিমানভরে লিখেছিলেন, 'ভুল হয়ে গেছে বিলকুল/ এতকাল পরে ধর্মের নামে/ ভাগ হয়ে গেল নজরুল।' সেই ভুল আমাদের এখনও ভাঙেনি বুঝি। প্রায় পাঁচ দশক পেরিয়ে এসে না হলে নিদান দেওয়া হয়, নজরুলের ছবিতে মাল্যদান করা যাবে না। কেননা তিনি ভিন্ন ধর্মের মানুষ! 'এক বৃন্তে দুটি কুসুম' তাহলে নিছকই লিখে ফেলেছিলেন তিনি? এমন বিশ্বাস বাঙালির শিকড়ে পুঁতে দেওয়ার অপপ্রয়াস অবশ্য এত সহজে সফল হবে না। বিতর্কের অব্যবহিত পরেই ওঠা প্রতিবাদের ঝড় অন্তত সেই আশ্বাসটুকু দিচ্ছে।

ত্রিপুরাশঙ্কর সেনের লেখা প্রবন্ধ 'কবি নজরুলের ধ্যানে দেশ-মাতৃকা ও জগন্মাতা'য় পাচ্ছি নজরুলের বক্তব্য, 'আমার চিন্তায় বেদান্তদর্শনের প্রভাব রয়েছে। বেদান্ত বলেন, জীব মাত্রেই ব্রহ্ম। মানুষ যখন নিজেকে ব্রহ্ম বলে জানতে পারে, তখনই সে মুক্ত হয়ে যায়।' এই মুক্তিই ছিল তাঁর অভীষ্ট। এই মুক্তিই ছিল তাঁর পথ। হিন্দু-মুসলমান বা নারী-পুরুষ কোনও বিভেদের ঘেরাটোপকেই মানতে চাননি তিনি।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে স্মৃতিকথার উল্লেখ আগে করা হয়েছে, সেখানে রয়েছে একটি আশ্চর্য ঘটনার কথা। ১৯৪০ সাল। পুজোর পরই পুত্রহারা হয়েছেন তারাশঙ্কর। সেইদিনই সেখানে উপস্থিত হয়েছেন নজরুল। দু'জনের মধ্যে সেই প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয়। তারাশঙ্কর লিখছেন, 'পরদিন কাজী সাহেব আমাদের গ্রামের ফুল্লরা দেবীর (মহাপীঠ রূপে খ্যাত) স্থানে গেলেন। এবং মন্দিরের সম্মুখে নাটমন্দিরের উপর পদ্মাসন হয়ে বসে প্রাণায়াম সহযোগে যে জপ করেছিলেন তা দেখে একথা বলব যে এই ব্যক্তি এক আশ্চর্য চরিত্র ব্যক্তি'। এই নজরুল আমাদের রক্তের ভিতরে মিশে রয়েছেন আলোয় উদ্ভাসিত উত্তরাধিকার হয়ে। 'রাজবন্দির জবানবন্দি'র এক অংশে সদ্য তরুণ নজরুল জানিয়ে দিয়েছিলেন, 'রাজার বাণী বুদ্বুদ আমার বাণী সীমাহারা সমুদ্র।' সেই সমুদ্র বাঙালির চেতনায় জেগে থাকুক। নজরুলের ছবি সরিয়ে নেওয়ার পর সেখানে সৃষ্টি হওয়া শূন্যস্থানকে ভাসিয়ে এই কঠিন সময়ে তাঁর বাণী আমাদের আলোর দিকে নিয়ে যাক।

দাবি করার সময় এখনও আসেনি

ভারতের গ্রোস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট (জিডিপি) বা মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন এখন বিশ্বের অন্যতম সর্বোচ্চ বিশ্ব তালিকায় বর্তমান স্থান পঞ্চম; আগে আছে শুধু আমেরিকা, চিন, জাপান ও জার্মানি। সম্প্রতি ভারতের জনসংখ্যা চিনকেও ছাড়িয়ে গেছে বলে অনুমান, অর্থাৎ ভারত এখন সর্বাধিক জনবহুল দেশও বটে। গত এক বছরে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির হার (৭) ছিল জি২০ দেশগুলির মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ, শুধুমাত্র সৌদি আরবের পিছনে। ২০২১ সালেও ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির হার ছিল জি২০ দেশগুলির মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ, শুধুমাত্র তুরস্কের পিছনে। এই কথাগুলো শুনতে শুনতে মনে হতেই পারে যে, ভারতের অর্থনীতির হাল বেশ মজবুত এবং যাত্রাপথে গতির চিহ্ন প্রশ্নাতীতই শুধু নয়, আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতেও ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির রেকর্ড একদম প্রথম সারিতে। বাস্তব চিত্রটি কিন্তু অতটা সরল নয়। এটা জানা কথা যে, মোট জাতীয় আয়ের গতিবিধি থেকে সাধারণ মানুষের আর্থিক অবস্থা বোঝা সোজা নয়। কারণ যে দেশে আর্থিক বৈষম্য বিপুল, সেখানে বেশির ভাগ মানুষের আয় বিন্দুমাত্র না বাড়লেও যদি শুধুমাত্র অতিধনীদের আয় বিপুল পরিমাণ বাড়ে, তা হলেও সার্বিক বৃদ্ধির হারকে বেশ ভালই দেখাবে। আর, মাথাপিছু আয় দেখলে ভারতের অবস্থান বিশ্ব তালিকায় ১৫০-র কাছাকাছি। শুধু তা-ই নয়, গত এক দশকের আলোচনায় বার বার উঠে এসেছে একটা বিষয় ২০১৪ সাল থেকে জাতীয় আয় মাপার পদ্ধতিতে কিছু পরিবর্তন করা হয়, যার ফলে ২০১১ সালের পরের বৃদ্ধির হার খানিকটা অতিরঞ্জিত। তবে, এই পদ্ধতিগত পরিবর্তনের ফলে এক বছরের জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির হারে যতখানি ফারাক হয়, সেই ফারাক দশ বছরের গড় বৃদ্ধির হারে ততখানি হবে না। কারণ, তা করতে গেলে প্রতি বছরই অতিরঞ্জনের মাত্রা বাড়িয়ে যেতে হয়। সমালোচকরা সেই অভিযোগ করেননি।

এই প্রসঙ্গগুলো যদি আপাতত বাদও দিই, সার্বিক অর্থনৈতিক চিত্রটা প্রথম দর্শনে যতটা উজ্জ্বল মনে হচ্ছে, ততটা কিন্তু নয়। আজকের আলোচনায় শুধু জিডিপি-র বৃদ্ধির হারের দিকে নজর দেব। ভারতের অর্থনীতি কি সত্যিই বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুতহারে বর্ধনশীল দেশগুলোর একটি? প্রথমত, বিশ্ব ব্যাঙ্কের তথ্যভান্ডারে যে দু'শোর বেশি দেশের পরিসংখ্যান পাওয়া যায়, তাদের সঙ্গে ভারতের তুলনা করলে দেখব, ২০২২ সালে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির হারে ভারতের অবস্থান ছিল ৩৩তম। ২০২১ সালেও চিত্রটি একই রকম ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির হার প্রায় ৯ হলেও বিশ্ব তালিকায় তার অবস্থান ছিল ৩০তম।দ্বিতীয়ত, ২০২০ সালে অতিমারির কারণে সব দেশের অর্থনীতিতে ধাক্কা লাগে, সে বছর সর্বত্রই জিডিপি বাড়ার বদলে কমেছিল। সেই সঙ্কোচনের হার অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে অনেকটাই বেশি ছিল, তাই এই নিরিখে সেই বছরে ভারতের বিশ্ব তালিকায় অবস্থান ছিল ১৩১তম। তাই গত দুই বছরে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়ায় ভারতের বৃদ্ধির হার আপেক্ষিক ভাবে ভাল হলেও, সাম্প্রতিক এই ইতিহাসটা না মনে রাখলে ভুল ধারণা তৈরি হতে পারে। আমরা যদি বাৎসরিক বৃদ্ধির হার না হিসাব করে অতিমারির আগে ও পরে বৃদ্ধির হার হিসাব করি, তা হলে কিন্তু জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির নিরিখে ভারতের আপেক্ষিক অবস্থান অনেকটা ধাক্কা খাবে। যেমন, ২০১৯-২১ সালের মধ্যে হিসাবে করলে তিন বছরে ভারতের মোট বৃদ্ধির হার ৬.৬ (অর্থাৎ, গড়ে বছরে ২.২) এবং বিশ্ব তালিকায় অবস্থান ৬৩। খারাপ নয়, তবে হইচই করার মতোও নয়।

বৃদ্ধির হার নিয়ে আলোচনায় কতকগুলো কথা মাথায় রাখতে হয়, না হলে প্রচারে বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। প্রথমত, একটা দেশ যত সম্পন্ন হবে, তার বৃদ্ধির হার খানিকটা শ্লথ হতে বাধ্য। শতকরা হার গণনা করার পদ্ধতির মধ্যেই এই প্রবণতা নিহিত আছে। একে বলে বেস এফেক্ট বা ভিত্তি প্রভাব। যে ছাত্রী পরীক্ষায় একশোয় নব্বই পেয়েছে তার পক্ষে দশ শতাংশ নম্বর বাড়ানো, আর যে পঞ্চাশ পেয়েছে তার পক্ষে দশ শতাংশ নম্বর বাড়ানো এক কথা নয়। জি২০-র দেশগুলোর মধ্যে ভারতের মাথাপিছু আয় সবচেয়ে কম, তাই এই দেশগুলির মধ্যে তুলনা করলে তার আর্থিক বৃদ্ধির হার একদম উপরের দিকে থাকাই স্বাভাবিক।

দ্বিতীয়ত, যদি কোনও কারণে একটি দেশের জাতীয় আয় কমে যায় অতিমারির মতো কোনও সঙ্কটের ফলে, বা বাণিজ্যচক্রের ওঠাপড়ায় তবে ভিত্তি প্রভাবের কারণেই তার ঠিক পরে-পরেই বৃদ্ধির হার যান্ত্রিক ভাবে বেশি হবে, কারণ তা নিম্নতর ভিত্তি থেকে হিসাবে করা হচ্ছে। যে-হেতু অতিমারির সময় ভারতে সঙ্কোচনের হার অন্যান্য দেশের তুলনায় খুব বেশি ছিল, তাই তার পরের দু'বছরে তার বৃদ্ধির হার বেশি হওয়ার একটা বড় কারণ হৃত জমি পুনরুদ্ধার।

তৃতীয়ত, মোট জাতীয় আয় বা জনসংখ্যার দিক থেকে যে দেশগুলো ছোট, তাদের জাতীয় আয়ে শতকরা হিসাবে বছর বছর ওঠাপড়া বেশি হয়, কারণ তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড অল্প কিছু ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ এবং যেখানে আন্তর্জাতিক পরিসরে যা কিছু হয় (যেমন, আমদানি বা রফতানি করা পণ্যের দামের ওঠাপড়া বা জাতীয় মুদ্রার বিনিময় হার), তার অভিঘাত বেশি হয়। বড় জাহাজের তুলনায় ছোট নৌকা ঢেউয়ে দোলা খায় বেশি। কাজেই, আয়বৃদ্ধির হারের তুলনায় সেই দেশগুলোকেও ধরলে যে ছবিটা পাওয়া যায়, তা যথাযথ না-ও হতে পারে। কেবল যদি বড় দেশের মধ্যে তুলনা করা হয়, তা হলে আয়বৃদ্ধির হিসাবে ভারত কোথায় দাঁড়িয়ে? যে-যে দেশের জনসংখ্যা বিশ্বের জনসংখ্যার অন্তত এক শতাংশ (ভারতের ক্ষেত্রে তা প্রায় ১৮), আমরা যদি শুধুমাত্র তাদের মধ্যে তুলনা করি, তা হলে তেমন কুড়িটি দেশের মধ্যে জাতীয় আয় বৃদ্ধির হারের নিরিখে ভারতের স্থান ছিল পাঁচ নম্বরে তার আগে ছিল বাংলাদেশ, কঙ্গো, ফিলিপিনস, এবং ভিয়েতনাম।

তবে হ্যাঁ, পরীক্ষার নম্বরের উদাহরণই যদি ব্যবহার করি, তা হলে যারা কাছাকাছি নম্বর পেয়েছিল, তাদের মধ্যে তুলনা করলে যার নম্বরের বৃদ্ধির হার বেশি, সেখানে কৃতিত্ব অবশ্যই প্রাপ্য। ভারতের মাথাপিছু আয়ের সঙ্গে তুলনীয় দেশগুলোর মধ্যে যদি তুলনা করি, তা হলে যে গোটা ত্রিশ দেশ পাচ্ছি যাদের মাথাপিছু আয় ভারতের তুলনায় হয় ৫০ বেশি বা কম, তাদের মধ্যে ২০২২ সালে মোট জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির হারের ভারতের অবস্থান হল চার নম্বরে (এগিয়ে থাকা দেশগুলোর মধ্যে আছে প্রতিবেশী বাংলাদেশ)।

যদি ভারতেরই গত কয়েক দশকের বৃদ্ধির হারের সঙ্গে আজকের পরিস্থিতির তুলনা করি, তা হলেও কিন্তু মন্থরতার ছাপ স্পষ্ট। ১৯৯১-এর পরের তিন দশকে মোট জাতীয় আয়ের বার্ষিক গড় বৃদ্ধির হার ছিল ৬.১৫, তা কিন্তু দশক ধরে তুলনা করলে গত এক দশকে তা ছিল সবচেয়ে কম (৫.৭১)। গত এক দশকের প্রথমার্ধে বৃদ্ধির হারও (৭.১) তার পরের অর্ধের তুলনায় (৪.৫) যথেষ্ট বেশি।

তাই, ভারতের বর্তমান বৃদ্ধির হারের রেকর্ড ভাল হলেও কিন্তু জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসনের দাবি করার সময় এখনও আসেনি।

খালেদাপুত্রের নেতৃত্বের উপরে আস্থা রাখছে দিল্লি

তারেককে পাঠানো চিঠিতে বার্তা মোদীর, স্মরণ 'বেগম সাহিবা'র স্মৃতিও

নয়াদিল্লি ঃ এক দশক আগে ঢাকা সফরে গিয়ে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার। খালেদাপুত্র তারেক রহমানকে পাঠানো চিঠিতে 'বেগম সাহিবা'র সঙ্গে সেই সাক্ষাতের স্মৃতিচারণ করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একই সঙ্গে বুঝিয়ে দিলেন, বিএনপি-তে তারেকের নেতৃত্বের উপরে আস্থা রাখছেন তিনি।

মঙ্গলবার ভোর প্রয়াত হয়েছেন বিএনপি সভানেত্রী। বুধবার ঢাকায় তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। সেখানে দিল্লির প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। খালেদাপুত্রের উদ্দেশে মোদীর লেখা একটি চিঠি তিনি তুলে দিয়েছেন তারেকের হাতে। চিঠিতে দিল্লি এবং ঢাকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও মজবুত করার নেপথ্যে খালেদার ভূমিকার প্রশংসা করেছেন মোদী।

বাংলাদেশের প্রয়াত নেত্রীর পুত্রকে পাঠানো চিঠিতে মোদী লিখেছেন, "২০১৫ সালের জুনে ঢাকায় বেগম সাহিবা (খালেদা জিয়া)-র সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ও আলাপচারিতার কথা ভীষণ মনে পড়ছে। তিনি ছিলেন এক অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং প্রত্যয়ী এক নেত্রী, যা সচরাচর দেখা যায় না।" খালেদাই যে প্রথম মহিলা যিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন, সে কথাও চিঠিতে উল্লেখ করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। তারেককে মোদী লিখেছেন, "তিনি (খালেদা) বাংলাদেশের উন্নয়নে এবং

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক মজবুত করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।"

খালেদার মৃত্যুর পর মঙ্গলবারই সমাজমাধ্যমে শোকপ্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এ বার সরাসরি প্রয়াত নেত্রীর পুত্রকে চিঠি লিখে দিল্লির শোকবার্তা পৌঁছে দিলেন তিনি। খালেদার মৃত্যু বাংলাদেশে এক অপূরণীয় শূন্যতা তৈরি করবে বলে মনে করছেন মোদী। চিঠিতেও সে কথার উল্লেখ রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, খালেদা যে মতাদর্শ নিয়ে চলতেন, তারেকও তা আগামী দিনে সঠিক ভাবে বহন করবেন বলে তিনি মনে করেন। জয়শঙ্করের হাত দিয়ে পাঠানো চিঠিতে মোদী লেখেন, "তাঁর (খালেদার) মৃত্যু একটি অপূরণীয় শূন্যতা তৈরি করেছে। তবে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এবং (রাজনৈতিক) উত্তরাধিকার টিকে থাকবে। আমি নিশ্চিত বিএনপি-তে আপনার যোগ্য নেতৃত্ব তাঁর আদর্শকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।" বিএনপি-তে তারেকের যোগ্য নেতৃত্ব দিল্লি এবং ঢাকার ঐতিহাসিক সম্পর্ককে আরও মজবুত করতে সাহায্য করবে বলেও চিঠিতে জানিয়েছেন মোদী। বিএনপি-তে তারেকের নেতৃত্ব সে দেশের রাজনীতিতেও এক নতুন সূচনা করবে বলে মনে করছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী।

বুধবার পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদায় ঢাকা শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় বাংলাদেশের তিন বারের প্রধানমন্ত্রীর। তাঁর শেষকৃত্যে ছিল বিশাল জনজোয়ার। বাংলাদেশের স্থানীয় সময় অনুযায়ী বুধবার দুপুর ৩টে ৩ মিনিটে খালেদার 'জানাজা' শুরু হয়। শেষ হয় ৩টে ৫ মিনিটে। বিএনপি-র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেকের সঙ্গে সেখানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)-র আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামেরা। ছিলেন জয়শঙ্করও। 'জানাজা' শেষে কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে খালেদার মরদেহ সংসদ ভবন থেকে মিয়া অ্যাভিনিউ এলাকায় জিয়া উদ্যানে নিয়ে যাওয়া হয়। সমাধির কাছাকাছি পৌঁছোনোর পর খালেদার মরদেহবাহী কফিন কাঁধে তুলে নেন সেনা ও নৌবাহিনীর সদস্যেরা। রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদায় বিকেল সাড়ে ৪টে নাগাদ জিয়া উদ্যানে তাঁর স্বামী তথা বাংলাদেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি মেজর জিয়াউর রহমানের কবরের পাশেই সমাধিস্থ করা হয় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদাকে।

বাংলাদেশকে স্থিতিশীল সরকার দিতে বিএনপির সঙ্গে ভোট পরবর্তী জোট, বার্তা দিলেন জামাত প্রধান শফিকুর

নয়াদিল্লি ঃ তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বিএনপির সঙ্গে ভোট পরবর্তী জোটের সম্ভাবনা খোলা রাখল 'বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী' ('জামাত' নামেই যা পরিচিত)। 'মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধী কট্টরপন্থী রাজনৈতিক শক্তি' হিসাবে পরিচিত একদা নিষিদ্ধ জামাতের আমির (প্রধান নেতা) শফিকুর রহমান বুধবার সংবাদসংস্থা রয়টার্সকে এমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন। রয়টার্সের প্রতিনিধিকে শফিকুর বলেন, "আমরা ন্যূনতম পাঁচ বছর একটি স্থিতিশীল জাতি দেখতে চাই। সেই লক্ষ্যে যদি রাজনৈতিক দলগুলি একত্রিত হয়, তা হলে আমরা এক সঙ্গে সরকার পরিচালনা করব।"

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ৩০০টি আসনেই এক দফায় নির্বাচন হবে। ওই দিন একই সঙ্গে হবে জুলাই সনদ নিয়ে গণভোটও। জাতীয় সংসদের নির্বাচনে জুলাই আন্দোলনের ছাত্র-যুব নেতাদের একাংশের গড়া রাজনৈতিক দল 'জাতীয় নাগরিক পার্টি' (এনসিপি)-সহ আটটি দলের সঙ্গে আসন সমঝোতা করেছে জামাত। কয়েকটি প্রাক নির্বাচনী জনমত সমীক্ষার ইঙ্গিত, নির্বাচনে বিএনপি প্রথম এবং জামাতের দ্বিতীয় স্থান অধিকার করার সম্ভাবনা বেশি। অর্থাৎ পরিস্থিতি এরকম থাকলে ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের পর জামাতই হতে চলেছে বাংলাদেশের প্রধান বিরোধী দল।২০০১-০৬ সালে খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন বিএনপির সহযোগী হিসাবে ক্ষমতায় ছিল জামাত। পরবর্তী সময়ে দু'দলের গাঁটছড়া ছিন্ন হয়। কিন্তু শফিকুরের দাবি, 'বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে' আবার বিএনপির সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে তাঁরা প্রস্তুত। সেই সঙ্গে ভারতের সঙ্গেও সহযোগিতার বার্তা দিয়েছেন তিনি। গত বছরের জুলাই গণঅভ্যুত্থানের জেরে ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনা ভারতে আশ্রয় পাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ

করেছেন জামাত প্রধান। কিন্তু সেই সঙ্গেই তাঁর দাবি, চলতি বছরের গোড়ায় বাইপাস সার্জারির পরে এর শীর্ষস্থানীয় ভারতীয় কূটনীতিকের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেছেন। জামাতের আমির বলেন, "নয়াদিল্লি এখন পরবর্তী সরকার গঠন করতে পারে এমন রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলতে চাইছে।"১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় জামাত নেতা-কর্মীরা প্রকাশ্যে পাকিস্তান সেনার পক্ষে কাজ করেছিলেন। রাজাকার ঘাতকবাহিনীর নেতা হিসাবে গণহত্যায় জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে দলের একাধিক নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে। হাসিনা জমানায় কয়েক জনের সাজাও হয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে। ২০১৩ সালে জামাতের ভোটে লড়ার উপর বিধিনিষেধ জারি করেছিল বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট। ২০১৬ সালে বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট জামাতের নির্বাচনী প্রতীক বাতিল করেছিল। ২০২৪ সালের ৩০ জুলাই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হাসিনার সরকার 'মৌলবাদ ও স্বাধীনতা বিরোধী' জামাত এবং তাদের শাখা সংগঠন ইসলামি ছাত্র শিবিরকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল। কিন্তু ৫ অগস্ট পালাবদলের পরে বদলে যায় পরিস্থিতি। এখন তারা মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের 'অন্যতম চালিকাশক্তি' হিসাবে পরিচিত। সম্প্রতি ঢাকা, জাহাঙ্গিরনগর, চট্টগ্রাম এবং রাজশাহি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন জামায়াতের ছাত্র সংগঠন ইসলামি ছাত্রশিবির। বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার দল বিএনপির ছাত্র সংগঠন 'জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল' পরন্যদস্ত হয়েছে জামাতের ছাত্র সংগঠনের কাছে। অন্য দিকে, বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিএনপি 'মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি' হিসাবে পরিচিত। খালেদার স্বামী তথা বিএনপি প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান পাক সেনার প্রথম বাঙালি অফিসার হিসাবে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমানের মতোই জিয়াও স্বাধীনতার অন্যতম ঘোষক বলে পরিচিত।

দাম বাড়ছে সিগারেট, বিড়ি, পানমশলার! কবে থেকে? বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়ে দিল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি ঃ দাম বেড়ে যাচ্ছে সিগারেট, তামাক, পানমশলা কিংবা গুটখার মতো নেশাদ্রব্যের। কবে থেকে? তার দিনক্ষণও ঘোষণা করেছে সরকার। জানানো হয়েছে, আগামী মাসের শুরুতেই তামাকজাত দ্রব্য ও পানমশলার উপর নতুন শুল্ক চাপতে চলেছে। ফলে এখন থেকে নেশার জন্য বাড়তি টাকা গুনতে হবে ধূমপায়ীদের!বুধবার কেন্দ্রের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে, আগামী ১ ফেব্রুয়ারি থেকেই তামাকজাত পণ্যের উপর অতিরিক্ত আবগারি শুল্ক এবং পানমশলার উপর নতুন সেস আরোপ করা হতে চলেছে। এ ছাড়া, অর্থ মন্ত্রকের তরফে 'চিবোনোর তামাক, জর্দার সুগন্ধযুক্ত তামাক এবং গুটখা প্যাকিং মেশিন (ক্ষমতা নির্ধারণ এবং শুল্ক আদায়) বিধিমালা, ২০২৬'-এর বিষয়েও বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে বুধবার।

সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, চলতি বছরের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে পানমশলা, সিগারেট এবং তামাকজাত সামগ্রী-সহ যাবতীয় 'পাপের পণ্যে' ৪০ শতাংশ পণ্য পরিষেবা কর বা জিএসটি হার প্রযোজ্য হবে। বিড়ির উপর প্রযোজ্য হবে ১৮ শতাংশ জিএসটি। পাশাপাশি, পানমশলার উপর স্বাস্থ্য ও জাতীয় নিরাপত্তা সেস আরোপ করা হবে। অন্য দিকে, তামাক এবং সংশ্লিষ্ট পণ্যের উপর চাপবে অতিরিক্ত আবগারি শুল্ক। সিগারেটের উপর বর্তমান করের মধ্যে ২৮ শতাংশ পণ্য ও পরিষেবা কর এবং অতিরিক্ত শুল্ক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সেপ্টেম্বরে জিএসটি-র নতুন কাঠামোয় কেন্দ্রের তরফে 'পাপের পণ্যে' ৪০ শতাংশ কর বসানোর কথা ঘোষণা করা হয়। পাশাপাশি, জিএসটির হার কমলেও যাতে সিগারেট, তামাক, পানমশলা কিংবা গুটখার মতো নেশাদ্রব্যের দাম না কমে, সেই ব্যবস্থা করতে গত ডিসেম্বরে সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে 'স্বাস্থ্য এবং জাতীয় সুরক্ষা সেস বিল' আনে কেন্দ্র। জানানো হয়, কেন্দ্রীয় উৎপাদন শুল্ক আইন সংশোধনের পর এই পণ্যগুলির উপর যে বাড়তি কর চাপানো হবে, তা খরচ করা হবে জনস্বাস্থ্য ও জাতীয় সুরক্ষায়। সেই মতো এ বার দাম বাড়তে চলেছে পানমশলা ও তামাকজাত পণ্যের।

বরফ-খরা! ভূস্বর্গ থেকে মুখ ফেরাচ্ছেন পর্যটকেরা, কৃত্রিম তুষারপাত চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী ওমর

নয়াদিল্লি ঃ যে দিকে চোখ যায়, শুধু সাদা আর সাদা। নদী থেকে হ্রদ, চিনার থেকে পাইন, সাদা তুষারে ঢাকা। সে দৃশ্য এখন অমিল কাশ্মীরে। গত বছরের পরে এ বছরও সেখানে তুষার-খরা। এ ভাবে চললে গুলমার্গে কি আর পর্যটকেরা আসবেন? এই প্রশ্ন খোদ জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার। তাঁর আশঙ্কা, এতে মুখ থুবড়ে পড়বে কাশ্মীরের পর্যটন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভরতা আরও বাড়বে। সে কারণে ওমরের আর্জি, কৃত্রিম তুষারপাতের ব্যবস্থা করা হোক কাশ্মীরে। তবে আশার কথা, রবিবার মরসুমের প্রথম তুষারপাত হয়েছে ভূস্বর্গে। তবে আরও কয়েক দিন টানা তুষারপাত হলে তবেই জমতে পারে বরফের আস্তরণ।

ওমর জানিয়েছেন, কাশ্মীরে হিমবাহ গলতে শুরু করেছে। তুষারপাতের পরিমাণও কমেছে। এটাই এখন সেখানে বাস্তব। তাই কাশ্মীরের পর্যটন শিল্পের অংশীদারদের কাছে তাঁর আর্জি, কৃত্রিম উপায়ে তুষারপাত ঘটানোরও ব্যবস্থা করা হোক। একমাত্র তা হলেই ফিরবেন পর্যটকেরা। হিমাচলের লাহৌলে পর্যটনস্থলে ইতিমধ্যেই পাহাড়ের মাথা থেকে বরফ এনে বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। পর্যটকদের টানতেই সেই ব্যবস্থা নিয়েছেন ব্যবসায়ীদের একাংশ। তবে সেই নিয়ে সমাজমাধ্যমে সমালোচনাও হয়েছে।গত এপ্রিলে পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার পর থেকেই কাশ্মীরে

পর্যটকের সংখ্যা কমেছে। শীতে বরফ দেখতে বহু মানুষ ভূস্বর্গে ছোটেন। কিন্তু এ বার সে দিক থেকেও নিরাশ হতে হচ্ছে পর্যটকদের। নভেম্বর থেকে বরফে ঢেকে যায় কাশ্মীর। এ বার তা আর হয়নি।

একটি পর্যটন সংক্রান্ত সম্মেলনের সূচনা করে ওমর বলেন, "তুষার না থাকলে আমি গুলমার্গ বেচতে পারব না। হিমবাহ গলছে। তুষারপাত কমেছে। এই পরিস্থিতি মেনে নিতে হবে আমাদের।" তিনি এ-ও জানান, এখন জলবায়ুর পরিবর্তনের বিষয়টিতে আরও বেশি করে নজর দিতে হবে।

দিন কয়েক আগেই বিজ্ঞানী শাকিল আহমদ রামশু জানান, উপত্যকার অন্যতম প্রধান হিমবাহ কোলাহয় দ্রুত হারে গলছে। ১৯৯২ সালে যত এলাকা জুড়ে এই হিমবাহ ছিল, ২০২৫ সালে তার ৩০ শতাংশ গলে গিয়েছে। গত ১০ বছরে গলেছে সবচেয়ে বেশি।

এই পরিস্থিতিতে পর্যটকদের টানতে প্রযুক্তির ব্যবহার করে 'অ্যাডভেঞ্চার টুরিজ' চালু করা হোক, দাবি ওমরের। তিনি পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়েও জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে, প্যারাগ্লাইডিং, হট-এয়ার বেলুনিংয়ের মতো পরিষেবা চালু করলে সারা বছর কাশ্মীরে পর্যটকেরা আসবেন। তিনি এ-ও জানিয়েছেন, জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্য্যাদা প্রত্যাহারের পরে কেন্দ্রীয় সরকারের উপরে আর্থিক ভাবে নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

রাশিয়ার সঙ্গে 'দুর্বল' কোনও শান্তিচুক্তি করবে না ইউক্রেন!

স্পষ্ট করলেন জেলেনস্কি, নতুন বছরে সংঘাত বৃদ্ধির ইঙ্গিত?

নয়াদিল্লি ঃ নতুন বছরের গোড়াতেই রুশ-ইউক্রেন সংঘাত বৃদ্ধির ইঙ্গিত। বর্ষবরণের রাতে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি জানিয়ে দিয়েছেন, রাশিয়ার সঙ্গে কোনও 'দুর্বল' শান্তিচুক্তি করবেন না তাঁরা। দীর্ঘ দিন ধরে যুদ্ধের কারণে ক্লান্তি এলেও ইউক্রেন আত্মসমর্পণ করার পথে হাঁটবে না বলেও জানিয়ে দিয়েছেন তিনি।

বুধবার মধ্যরাতে টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট। সেখানে তিনি জানান, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানি ইউক্রেনের বেশ কয়েকটি শহর কিছু দিনের জন্য দখল করে নিয়েছিল। রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ তার বেশি দিন ধরে চলছে বলে জানান তিনি। জেলেনস্কি বলেন, "ইউক্রেন কী চায়? শান্তি? হ্যাঁ। কিন্তু সেটি কি যে কোনও মূল্যে? না।" প্রশ্নোত্তরের ঢঙে জেলেনস্কি বুঝিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা যে কোনও শর্তে রাশিয়ার সঙ্গে সন্ধি চান না। এখানেই থামেননি জেলেনস্কি। ফের নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তিনি বলেছেন, "আমরা কি ক্লান্ত? খুবই। তার মানে আমরা কি আত্মসমর্পণ করার জন্য প্রস্তুত? যদি কেউ এমনটা ভেবে থাকে, তা হলে খুবই ভুল করছে।" ঘটনাচক্রে, সম্প্রতি রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন জানিয়েছেন, তিনি মনে করেন যে, যুদ্ধ চলবে এবং রাশিয়াই বিজয়ী হবে। যে ভাবে দুই রাষ্ট্রপ্রধান একে অপরের বিরুদ্ধে তাল ঠুকছেন, তাতে এখনই যুদ্ধ থামার ইঙ্গিত নেই বলেই মনে করা হচ্ছে।চলতি সপ্তাহেই আমেরিকার ফ্লোরিডায় রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধের জট কাটাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন জেলেনস্কি। বৈঠকের পর ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জানিয়েছিলেন, যুদ্ধের মূল দুই জটের মধ্যে একটি কেটেছে। তবে কিছুটা সতর্ক ছিলেন ট্রাম্প। তিনি জানিয়েছিলেন, ইউক্রেনে যুদ্ধ শেষের সমঝোতার চূড়ান্ত পর্যায়ে তাঁরা পৌঁছে গিয়েছেন। শেষ ধাপের আলোচনা চলছে। তবে এখনই শান্তিচুক্তির জন্য কোনও সময়সীমা বেঁধে দেওয়া যাচ্ছে না। শীঘ্রই যুদ্ধ থামবে বলে আশাপ্রকাশ করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।রাশিয়া এবং ইউক্রেনের বিরোধের প্রধান দুই কারণ ইউক্রেনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা এবং ডনবাস অঞ্চলের আধিপত্য। এই দুই নিয়েই সংঘাত চলছে দু'পক্ষের মধ্যে। ডনবাস অঞ্চলের দখলদারি নিয়ে রাশিয়া এবং ইউক্রেনের সংঘাত অনেক পুরনো। ওই অঞ্চল ইউক্রেনীয় ভূখণ্ডে থাকলেও তা দখলের চেষ্টা চালিয়ে আসছে মস্কো। যুদ্ধ থামানোর ক্ষেত্রে তাদের অন্যতম শর্ত এই ডনবাস থেকে জেলেনস্কির সেনা প্রত্যাখ্যান। এখনও এই বিষয়ে জট কাটেনি। এই আবহে মস্কো দাবি করেছে, পুতিনের বাসভবনে হামলা চালানোর চেষ্টা করেছে ইউক্রেন। 'হামলার চেষ্টার' ভিডিয়োও প্রকাশ্যে এনেছে তারা। ইউক্রেনের পাল্টা দাবি, তাদের সরকারি ভবনগুলিতে হামলা করার 'অজুহাত' খুঁজছে মস্কো। তাই এই ধরনের অভিযোগ করে মস্কো একটি পটভূমি তৈরি করে রাখছে বলে অভিযোগ জেলেনস্কিদের।

উৎসবের মরসুম, সঙ্গে জিএসটি ছাড়! গত অক্টোবরে দেশে ২০ শতাংশ বেড়েছে ক্রেডিট কার্ডের ব্যবহার, দাবি রিপোর্টে

নয়াদিল্লি ঃ উৎসবের মরসুমের ক্রমবর্ধমান চাহিদা, সঙ্গে জিএসটি ছাড় সব মিলিয়ে চলতি বছরের অক্টোবরে নাকি এক ধাক্কায় ২০ শতাংশ বেড়ে গিয়েছে ক্রেডিট কার্ডের ব্যবহার! এমনটাই জানা গেল এক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের রিপোর্টে।এসবিআই কার্ডস অ্যান্ড পেমেন্ট সার্ভিসেস-এর একটি রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, ২০২৪ সালের তুলনায় চলতি বছরের অক্টোবর মাসে গ্রাহকদের ক্রেডিট কার্ডে কেনাকাটার পরিমাণ প্রায় ২০ শতাংশ বেড়ে গিয়েছে। সব মিলিয়ে টাকার অঙ্ক গিয়ে ঠেকেছে ২.১৪ লক্ষ কোটি টাকায়, যা গত বছরের অক্টোবরের (১.৭৯ লক্ষ কোটি টাকা) তুলনায় অনেকটাই বেশি। বেশিরভাগ ব্যবহারকারীই পুজো ও দীপাবলির কেনাকাটা, ভ্রমণ, বৈদ্যুতিন ডিভাইস কেনা এবং দৈনন্দিন নানা পণ্য কিনতে ক্রেডিট কার্ডের শরণাপন্ন হয়েছেন। সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে ডিজিটাল এবং কার্ড মারফত লেনদেন।এর কারণ খুঁজতে গিয়ে সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস জানিয়েছে, গত সেপ্টেম্বর মাসে জিএসটি (পণ্য ও পরিষেবা কর)-তে ছাড় মিলতেই দেশ জুড়ে বেড়েছে কেনাকাটার ধুম। ২২ সেপ্টেম্বর থেকে দেশে নতুন জিএসটি ব্যবস্থা চালু হয়েছে। দাম কমে গিয়েছে নিত্যপ্রয়োজনীয় নানা জিনিসের। তার পর থেকে ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড এবং ইউপিআই-এর মাধ্যমে লেনদেনের পরিমাণও বেড়েছে। এর সঙ্গে আবার উৎসবের মরসুমে ক্রেতাদের আকৃষ্ট করতে বিবিধ পণ্যে ছাড় ঘোষণা করে থাকে নানা ই-কমার্স সাইট। ফলে স্বভাবতই অক্টোবর মাস জুড়ে কেনাকাটার দিকে ঝোঁক বেড়েছে জনসাধারণের।

ইউপিআই-এর সঙ্গে রুপে ক্রেডিট কার্ডের সংযুক্তিকরণের ফলে দৈনন্দিন জীবনে ক্রেডিট কার্ডের ব্যবহার আরও সহজ হয়েছে। প্রচলিত নগদ টাকায় লেনদেন থেকে সরে এসে এখন ডিজিটাল মাধ্যমে টাকা পাঠাতেই বেশি স্বচ্ছন্দ গ্রাহকেরা। ফলে গত কয়েক মাসে দেশে ক্রেডিট কার্ডের ব্যবহারও এক ধাক্কায় অনেকটা বেড়ে গিয়েছে। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের অক্টোবর পর্যন্ত ভারতে ১১ কোটিরও বেশি ক্রেডিট কার্ড সচল রয়েছে। ২০৩০ অর্থবর্ষের মধ্যে এই সংখ্যা ২০ কোটিতে পৌঁছে যাবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞেরা।

পুরনো সমস্ত তথ্য অক্ষুণ্ণ রেখেই এ বার থেকে বদলে ফেলা যাবে জিমেল-এর ঠিকানা! কী ভাবে হবে পরিবর্তন?

নয়াদিল্লি ঃ এ বার সহজেই বদলে ফেলা যাবে জিমেল ঠিকানা। তা-ও আবার পুরনো তথ্য না খুইয়েই। একসঙ্গে পুরনো এবং নতুন দুই আইডিতেই মেল পাবেন ব্যবহারকারী। শুধু তা-ই নয়, ছবি কিংবা পুরনো মেল সবই থাকবে অক্ষত। ২০ বছর পর ব্যবহারকারীদের এমন সুখবরই শোনাল গুগ্ল।এত দিন একবার জিমেল ঠিকানা বাছার পর তা আর বদলানো যেত না। অথচ অনেক বছর আগে বানানো আইডি-র নাম কিংবা ঠিকানা কালের নিয়মে হয়ে উঠত নাপসন্দ। ফলে কৈশোরে বানানো 'কিম্ভূত' জিমেল অ্যাড্রেস নিয়ে পরবর্তী জীবনে অস্বস্তিতে পড়তে হত অনেককেই! কর্মজীবনে কেউ কেউ বাধ্য হয়ে নতুন অ্যাকাউন্ট খুলতেন। কিন্তু এখন থেকে আর সেই সমস্যায় পড়তে হবে না। পুরনো তথ্য না খুইয়ে সহজেই বদলে ফেলা যাবে জিমেলের ঠিকানা। গুগ্লের সাপোর্ট পেজে এমনটাই জানানো হয়েছে। গত বুধবার 'গুগ্ল পিক্সেল হাব' টেলিগ্রাম গ্রুপ মারফত এই আপডেটটি প্রথম সবার নজরে আসে। এখনও পর্যন্ত শুধুমাত্র গুল সাপোর্ট পেজের হিন্দি-ভাষা সংস্করণে এটি দেখা যাচ্ছে। তবে শীঘ্রই তা আসতে চলেছে অন্য সংস্করণগুলিতেও।কী ভাবে বদলাবেন জিমেল ঠিকানা?

প্রথমে myaccount.google.com- এ গিয়ে নিজের অ্যাকাউন্টে সাইন ইন করতে হবে। এর পর মেনু থেকে 'পার্সোনাল ইনফরমেশন' বা 'ব্যক্তিগত তথ্য'-তে ক্লিক করতে হবে। 'কনট্যাক্ট ইনফরমেশন'-এর নীচে থাকা 'ইমেল' অপশনে ক্লিক করে 'গুগ্ল অ্যাকাউন্ট ইমেল'-এ যেতে হবে। সেখানেই থাকবে জিমেল ঠিকানা বদলানোর অপশন (যদি না থাকে, তা হলে বুঝতে হবে ফিচারটি এখনও আপনার অ্যাকাউন্টে আসেনি, কিছু দিন অপেক্ষা করলেই আপনি এটি দেখতে পাবেন)। সেখানে 'এডিট'-এ গিয়ে নতুন আইডি লিখতে হবে। ব্যস! তা হলেই বদলে যাবে আপনার জিমেল ঠিকানা।নতুন ফিচারে জিমেল ঠিকানা পাল্টানোর পরেও পুরনো জিমেল আইডি আগের মতোই থাকবে। একই সঙ্গে নতুন এবং পুরনো দুই আইডিতেই মেল পাবেন ব্যবহারকারীরা। পুরনো কিংবা নতুন দু'টি জিমেল ঠিকানা ব্যবহার করে ম্যাপ, ইউটিউব, গুগ্ল প্লে কিংবা গুগ্ল ড্রাইভের মতো গুগ্লের সমস্ত পরিষেবায় সাইন ইন করা যাবে। মজার বিষয়, ব্যবহারকারীর সমস্ত ফাইল, ছবি, সাবস্ক্রিপশন সব কিছুই আগের মতোই থাকবে।তবে এর কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। চাইলেই মনপসন্দ জিমেল ঠিকানা পাওয়া যাবে না। যদি অন্য কোনও ব্যবহারকারীর আগে থেকেই ওই একই জিমেল ঠিকানা থাকে, তা হলে চাইলেও সেই ঠিকানা ব্যবহার করা যাবে না। তা ছাড়া, ১২ মাসের মধ্যে মাত্র একবারই নিজেদের জিমেল ঠিকানা পরিবর্তন করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা। সব মিলিয়ে ব্যবহারকারীরা মোট তিন বার নতুন জিমেল ঠিকানা তৈরি করতে পারবেন। অর্থাৎ, সারা জীবনে মোট চারটি জিমেল ঠিকানা পাবেন প্রতি ব্যবহারকারী। একবার নতুন জিমেল ঠিকানা নেওয়ার পর তা মুছে ফেলতেও পারবেন না তাঁরা।

বিদ্যুৎই উন্নয়নের চালিকাশক্তি, পরিকাঠামোয় আমূল পরিবর্তনের পথে ত্রিপুরা: বিদ্যুৎমন্ত্রী

খবরে প্রতিবাদ, ১ জানুয়ারি ।। ত্রিপুরা বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে আরও এক গর্বের অধ্যায় যুক্ত হলো। ত্রিপুরা স্টেট লোড ডিসপ্যাচ সেন্টার উত্তর-পূর্ব ভারতের মধ্যে একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে আন্তর্জাতিক মানের আইএসও/আইইসি ২৭০০১:২০২২ সাইবার সিকিউরিটি সার্টিফিকেশন অর্জন করেছে। ই স্বীকৃতি রাজ্যের বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে সাইবার আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত রাখতে এক গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য। আগরতলায়, ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড-এর ২২তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এই তথ্য জানান বিদ্যুৎমন্ত্রী রতন লাল নাথ। মন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের নির্দেশিকা অনুযায়ী দেশের প্রতিটি ত্রিপুরা স্টেট লোড ডিসপ্যাচ সেন্টার-এর জন্য এই সার্টিফিকেশন বাধ্যতামূলক। এর উদ্দেশ্য হলো জাতীয় বিদ্যুৎ গ্রিড এবং সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ডিজিটাল ব্যবস্থাগুলিকে ক্রমবর্ধমান সাইবার হুমকি থেকে সুরক্ষিত রাখা। তিনি জানান, এসটিকিউসি-এর মাধ্যমে পরিচালিত সিস্টেম সার্ভিল্যান্স অডিটে চিহ্নিত বিভিন্ন ত্রুটিযেমন বায়োমেট্রিক অ্যাক্সেস কন্টোল, ইউজার আইডেন্টিটি ম্যানেজমেন্ট, ইন্টেলিজেন্ট থ্রেট সিস্টেম, ভেসডা স্মোক ডিটেকশন ও ফিজিক্যাল সিকিউরিটি সংশোধনের পর তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক, ভারত সরকার এই মর্যাদাপূর্ণ সার্টিফিকেশন প্রদান করেছে। ত্রিপুরার বিদ্যুৎ ব্যবস্থার দীর্ঘ ইতিহাসের কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন যদিও রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম গঠিত হয়েছে ২০০৪ সালে, তবে ত্রিপুরার বিদ্যুৎ খাতের যাত্রা শুরু হয়েছিল প্রায় ৮৯ বছর আগে, ১৯৩৭ সালে। রাজশাসনের সময় ডিজেল ইঞ্জিনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু হয়েছিল। পরবর্তীতে ২০০৫ সাল থেকে রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম আধুনিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থার রূপ নিয়েছে। তিনি জানান, ২০০৫ সালে যেখানে বিদ্যুৎ গ্রাহকের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩.৯ লক্ষ, বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৫.৭ লক্ষে। বিদ্যুৎ পরিকাঠামোতেও এসেছে অভূতপূর্ব অগ্রগতি ১৩২ কেভি ও ৩৩ কেভি সাব-স্টেশন এবং ট্রান্সমিশন লাইনের বিস্তার রাজ্যের বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করেছে। বিদ্যুৎমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, বিদ্যুৎই উন্নয়নের মূল ভিত্তি। তাই বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে আধুনিক ও জনমুখী করতে একাধিক সংস্কার আনা হয়েছে। লোডশেডিং এখন অনলাইন ব্যবস্থার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত, স্মার্ট মিটার ও স্বচ্ছ বিলিং চালু হয়েছে। গ্রাহকরা ঘরে বসেই বিল পরিশোধ করতে পারছেন। তিনি আরও জানান, ২৪শ৭ কল সেন্টার, দ্রুত ত্রুটি সারাই পরিষেবা ও ডিজিটাল ব্যবস্থার ফলে রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম আজ একটি আধুনিক পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়েছে। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, রাজ্যের বিদ্যুৎ চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে। সেই চাহিদা পূরণে গ্যাস, সৌর ও জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। রুখিয়ায় ১২০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল প্রকল্প, গোমতী জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র পুনরুদ্ধার, ৮০০ মেগাওয়াট পাম্প স্টোরেজ প্রকল্প এবং সৌরবিদ্যুৎ সম্প্রসারণ তারই অংশ। তিনি জানান, আগরতলা পৌরনিগম এলাকায় সম্পূর্ণভাবে আন্ডারগ্রাউন্ড কেবল স্থাপনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি লাইভ লাইন মেইনটেন্যান্স, ড্রোন প্রযুক্তির মাধ্যমে ত্রুটি শনাক্তকরণ এবং হাসপাতাল ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং, ত্রিপুরা বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রক কমিশনের চেয়ারম্যান হেমন্ত ভার্মা, বিদ্যুৎ নিগম -এর এমডি বিশ্বজিৎ বসু সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

তশিলদারের তালবাহানায় ক্ষতি পুরন থেকে বঞ্চিত বন্য দাঁতাল দ্বারা ক্ষতির শিকার পরিবার গুলো

খবরে প্রতিবাদ, ১ জানুয়ারি ।। *একদিকে বন্য দাঁতাল এর তান্দব, অন্যদিকে তশিলদারের তালবাহানা। ক্ষতিগ্রস্থ হয়েও ক্ষতি পুরনের আশায় দিন গুণতে হচ্ছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ পেয়েছে, দক্ষিণ ঘিলাতলীর ছনখলা এলাকাবাসী প্রায়শই বন্য দাঁতালের ধ্বংস লীলার শিকার হন। প্রায় দিনই দাঁতাল দল বেঁধে ঘন জনবসতি এলাকায় প্রবেশ করে রাতের আধারে তাণ্ডব চালায়। ঘর বাড়ি ভাংচুর তো বটেই , শস্য , কলা গাছ সব কিছুই নষ্ট করে দিয়ে যায়। যাতে করে লক্ষ লক্ষ টাকার আর্থিক ক্ষতির সম্মুখিন হতে হয় ঐ এলাকার খেটে খাওয়া মানুষ গুলো কে। নতুন বছরের আগের রাতেও একই কাণ্ড ঘটে। রাতের অন্ধকারে ফের বন্য হাতির তাণ্ডবে আতঙ্কিত হয়ে পরে সাউথ ঘিলাতলীর ছনখলা এলাকা। গভীর রাতে প্রায় বারোটার সময় একটি বন্য হাতি গ্রামে ঢুকে পরে বলে জানান ঐ এলাকার বাসিন্দারা। হাতিটি সাধন বিশ্বাসের বাড়িতে ঢুকে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। হাতিটি প্রথমে বসত ঘরের দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে একটি টিভি ও আলমারি ভেঙে দেয়। এরপর পাশের ঘরের দরজা ভেঙে সেখানে থাকা ধানের বস্তা টেনে নিয়ে যায় এবং আশপাশের কলাগাছ খেয়ে ব্যাপক ক্ষতি করে। বাড়ির মালিক সাধন বিশ্বাস জানান, "এভাবে প্রায় কয়েকদিন পরপর হাতি এসে ভাঙচুর চালায়। আমরা আতঙ্কে রাত জেগে থাকি, কিন্তু ক্ষতিপূরণ পাওয়া কঠিন।" এলাকাবাসীর অভিযোগ, কৃষ্ণপুর এর তহশিলদার মানিক চন্দ্র এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা করতে অনীহা দেখাচ্ছেন। উনার অনুমোদন ছাড়া ক্ষতি গ্রস্থরা ক্ষতি পূরণের টাকা পান না। আর তাই উনার কাছেই বারবার ছুটে যেতে হয় সকল কে। কিন্তু উনি নাকি ক্ষতি গ্রস্থ দের দিকে ফিরেও তাকান না। এই খবর পাওয়া মাত্রই কল্যাণপুর বন দপ্তরের রেঞ্জ অফিসার বিশু নন্দি ঘটনাস্থলে পৌঁছান। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সঙ্গে দেখা করে আশ্বাস দেন যে, যত দ্রুত সম্ভব ক্ষতির রিপোর্ট প্রস্তুত করে দপ্তরে পাঠানো হবে। তিনি বলেনক্ষতিপূরণের অর্থ রাজস্ব দপ্তরের মাধ্যমে দেওয়া হয়। তহশিলদার অনুমোদন দিলে দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ক্ষতিপূরণ পাবেন। প্রাথমিকভাবে দুই ঘরের ক্ষয়ক্ষতি প্রায় ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকার মতো বলে জানা গেছে। কিন্তু এই ক্ষতির টাকা রাজস্ব দপ্তর কবে নাগাদ দেবে, তহশিলদারই বা এক্ষেত্রে তার দ্বিচারিতা মনোভাব প্রত্যাখ্যান করে ক্ষতি গ্রস্থ দের সহযোগিতা করবেন কিনা সেদিকেই তাকিয়ে আছেন এলাকাবাসী।*

এঞ্জেল চাকমা হত্যাকান্ড

উত্তরাখন্ডের প্রাক্তন সাংসদ এলেন রাজ্যে, পরিবারের সাথে দেখা করবেন কালকে

খবরে প্রতিবাদ, ১ জানুয়ারি ।। দেরাদুনে নির্মমভাবে খুন হওয়া এমবিএ পড়ুয়া ত্রিপুরার এঞ্জেল চাকমার জন্য সারা দেশেই ক্ষোভের বন্যা বইছে। আজ উত্তরাখণ্ডের প্রাক্তন সাংসদ তরুণ বিজয় রাজ্যে এসেছেন। তিনি আগামীকাল এঞ্জেল চাকমার পরিবারের সদস্যদের সাথে দেখা করবেন। উত্তরাখণ্ড সরকার ওই ঘটনায় যথেষ্ট সংবেদনশীল, তারই প্রমাণ হিসেবে প্রাক্তন সাংসদের রাজ্য সফর বলে মনে করা হচ্ছে। দেরাদুনে এমবিএ পাঠরতা এঞ্জেল চাকমা খুন হয়েছেন। তাঁর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই উত্তর-পূর্বাঞ্চল সহ সারা দেশেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পুলিশি তদরতায় ইতিমধ্যে খুনে জড়িত থাকার অভিযোগে পাঁচজনের মধ্যে চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মূল অভিযুক্ত নেপালে পালিয়ে গেছে বলে পুলিশ দাবি করেছে। উত্তরাখন্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি দোষীর সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন। ত্রিপুরা সরকারও মৃতের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে। ইতিমধ্যে ত্রিপুরা সরকার ও উত্তরাখন্ড সরকারের তরফে মৃতের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। এদিকে, মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতারে উত্তরাখন্ড পুলিশ এসআইটি গঠন করেছে। আজ উত্তরাখন্ডের প্রাক্তন সাংসদ তরুণ বিজয় রাজ্যে এসেছেন। ধারণা করা হচ্ছে, এঞ্জেল চাকমার পরিবারের প্রতি সহমর্মিতা এবং তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর উত্তরাখন্ড সরকারের বার্তা পৌঁছে দিতেই তিনি রাজ্যে এসেছেন। আজ রাজ্যে এসেই তিনি রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লুর সাথে দেখা করেছেন। বিকেলে তিনি মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা:) মানিক সাহার সাথে দেখা করবেন। আগামীকাল তিনি এঞ্জেল চাকমার বাড়িতে যাবেন। আরও বিস্তারিত আসছে.

এঞ্জেল চাকমা হত্যাকান্ড

আমরা দোষীর ফাঁসি চাইছি, রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাত শেষে বলেন উত্তরাখন্ডের প্রাক্তন সাংসদ

খবরে প্রতিবাদ, ১ জানুয়ারি ।। দেরাদুনে খুন হওয়া এমবিএ পড়ুয়া ত্রিপুরার এঞ্জেল চাকমার পরিবারের প্রতি সহানুভূতি জানাতে রাজ্যে এসেছেন উত্তরাখণ্ডের প্রাক্তন সাংসদ তরুণ বিজয়। আজ রাজ্যে এসে তিনি ত্রিপুরার রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু এবং মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা.) মানিক সাহার সাথে দেখা করেছেন। আগামীকাল তিনি এঞ্জেল চাকমার পরিবারের সাথে দেখা করতে যাবেন। এদিন তিনি রাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রীকে অবহিত করেছেন, এঞ্জেল চাকমার মৃত্যুতে ত্রিপুরার মতোই সমগ্র উত্তরাখন্ডবাসী গভীর শোকগ্রস্ত। মৃতের পরিবারের পাশে রয়েছে উত্তরাখন্ড সরকার এবং দোষীর সর্বোচ্চ সাজা অবশ্যই নিশ্চিত করা হবে। তিনি বলেন, আমরা দোষীর ফাঁসি চাইছি। মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাত শেষে তিনি টেলিফোনিক সাক্ষাতকারে জানিয়েছেন, উত্তরাখন্ডের বিভিন্ন প্রান্তে এঞ্জেল চাকমার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হয়েছে এবং শোকসভার আয়োজন করা হয়েছে। তাঁর সাফ কথা, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যুবক-যুবতীদের সাথে গুন্ডামি উত্তরাখন্ড সরকার বরদাস্ত করবে না। পূর্বোত্তরের যুব সম্প্রদায়ের অপমান সমগ্র দেশ এবং জাতির অপমান। এই গর্হিত অপরাধ ক্ষমাহীন এবং দেশদ্রোহীতার সমান। তিনি বলেন, এঞ্জেল চাকমা হত্যায় জড়িত ছয়জনের মধ্যে পাঁচ জনকে ইতিমধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে। মূল অভিযুক্তকেও অবিলম্বে গ্রেফতার সম্ভব হবে। তিনি জোর গলায় দাবি করেন, ওই ঘটনায় খুনের ধারা রুজু করে অপরাধীর কঠোর সাজা নিশ্চিত করা হবে। তাঁর সাফ কথা, আমরা দোষীর ফাঁসি চাইছি। কারণ, উত্তরাখন্ডের সাথে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রক্তের সম্পর্ক। এই অঞ্চলের বহু ছাত্রছাত্রী উত্তরাখন্ডে পড়াশুনা করছেন। অতীতে কখনো এমন ঘটনা ঘটেনি। তাই, এই ঘটনায় দৃষ্টান্তমূলক সাজা আমরা চাইছি। এদিন তিনি আক্ষেপ করে বলেন, এঞ্জেল চাকমা খুনের হৃদয়বিদারক ঘটনা নিয়ে শকুনের রাজনীতি করা হচ্ছে। ওই ঘটনার রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার উচিৎ নয়। সাথে তিনি যোগ করেন, ওই ঘটনার সাথে বিদেশী শক্তির ষড়যন্ত্রের কাহিনী দেশ ও সমাজের জন্য হিতকর নয়। তাঁর দাবি, এঞ্জেলের মৃত্যুতে ত্রিপুরাবাসী যতটা কষ্ট পেয়েছেন, ততটাই উত্তরাখন্ডের মানুষও শোকগ্রস্ত। তাই, ওই ঘটনায় রাজনীতি কাম্য নয়। তিনি জানান, এঞ্জেল চাকমার পরিবারের প্রতি সহানুভূতি এবং সহমর্মিতা জানাতেই ত্রিপুরায় এসেছি। তাঁর পরিবারের জন্য উত্তরাখন্ডের মুখ্যমন্ত্রীর সহানুভূতির বার্তা এনেছি।

নির্মাণ শ্রমিকের হাতে আক্রান্ত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, অরাজকতায় পরিণত বিশালগড় মহকুমা

খবরে প্রতিবাদ, ১ জানুয়ারি ।। *বিশালগড় মহকুমার অত্র এলাকা জুরে নিত্যদিন ঘটে চলেছে বিশৃঙ্খল ঘটনা। নববর্ষের প্রথম রাতেই এবার কতিপয় নির্মাণ শ্রমিকের দ্বারা আক্রান্তক্ষুদ্র ব্যবসায়ী দম্পতি। ঘটনার বিবরনের জানা যায়, নিত্যদিনের মত সিপাহীজলা অভয়ারণ্যের সম্মুখে নিজেদের দোকান পাট গুছিয়ে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী রতন সাহা সস্ত্রীক বাড়ি ফিরছিলেন। সঙ্গে ছিল তার ছোট ভাই। এমন সময় সিপাহীজলা অভয়ারন্য পেরিয়ে মহাদেব বাড়ি সংলগ্ন বাই পাস এলাকায় পৌছুতেই একদল নির্মাণ শ্রমিক নাকি রতন সাহার স্ত্রীর গোলা থেকে সোনার চেইন ছিন্তাই করে পালাবার চেষ্টা করে। আর এই ঘটনা নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে রণক্ষেত্রে পরিণত হয় ঐ এলাকা। ঘটনার প্রতিবাদ করতেই রতন সাহা ও তার স্ত্রী ঝুলন দাস এর উপরপ্রাণঘাতী হামলা চালায় কতিপয় শ্রমিকেরা, এমনটাই অভিযোগ তাদের। তার মধ্যে একজন মহিলা ও একজন পুরুষ ছিল। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আশে বিশালগড় থানার পুলিশ ও মহিলা পুলিশ। অভিযোগ মুলে দুই নির্মাণ শ্রমিক কে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় থানায়। পুলিশ ও টিএসআর এর যৌথ প্রয়াশে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। তবে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও তার স্ত্রী গুরুতর আহত হয়েছেন। ঝুলন দাসের অভিযোগ উনার সোনার চেইন টি এখনো উদ্ধার হয়নি। উনার আর্জি যাতে উনার ছিন্তাই হওয়া চেইন টি ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এদিকে ধৃত দুই শ্রমিকের পরিচয় এখন অব্দি খোলসা করেনি বিশালগড় থানার পুলিশ। ঘটনার পেছনে অন্য কোনো রহস্য দানা বাঁধছে কিনা সেই নিয়েও বাড়ছে সংশয়।*

নতুন বছরের প্রথম দিনে পর্যটকদের ভিড়ে মুখর নিরমহল

খবরে প্রতিবাদ, ১ জানুয়ারি ।। বছরের প্রথম দিনেই পর্যটকদের ভিড়ে সরগরম হয়ে উঠেছিল ত্রিপুরার ঐতিহ্যবাহী জলপ্রাসাদ নিরমহল। নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি রাজ্যের বাইর থেকেও বহু পর্যটক পরিবার-পরিজন ও বন্ধুদের সঙ্গে নিরমহলে ভ্রমণে আসেন। সকাল থেকেই রুদ্রসাগর লেকে নৌকাভ্রমণের জন্য পর্যটকদের দীর্ঘ লাইন লক্ষ্য করা যায়। শীতের মনোরম আবহাওয়া ও লেকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য পর্যটকদের আরও আকৃষ্ট করে। অনেকেই নৌকায় চেপে জলপ্রাসাদের চারপাশ ঘুরে দেখেন এবং ছবি তোলায় ব্যস্ত থাকেন। পর্যটকদের নিরাপত্তা ও সুবিধার কথা মাথায় রেখে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। মোতায়েন করা হয় অতিরিক্ত নিরাপত্তারক্ষী, পাশাপাশি নৌকা চলাচলের ক্ষেত্রেও কড়া নজরদারি রাখা হয়। পর্যটন দপ্তরের কর্মীরা পর্যটকদের সহায়তায় সার্বক্ষণিক উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় ব্যবসায়ীরাও পর্যটকদের ভিড়ে খুশি। খাবারের দোকান, হস্তশিল্পের স্টল এবং নৌকাচালকদের আয়ে নতুন বছরের প্রথম দিনেই সন্তোষজনক ব্যবসা হয়েছে বলে জানান তাঁরা। সব মিলিয়ে নতুন বছরের শুরুতেই পর্যটকদের পদচারণায় প্রাণ ফিরে পেয়েছে নিরমহল চত্বর, যা রাজ্যের পর্যটন শিল্পের জন্য ইতিবাচক বার্তা দিচ্ছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

মরশুমের সবচেয়ে শীতলতম দিন, তাপমাত্রা নামল ৯.৮ সেলসিয়াসে

খবরে প্রতিবাদ, ১ জানুয়ারি ।। আজ পয়লা জানুয়ারি রাজ্যের এক অন্যতম শীতলতম দিন হিসেবে রেকর্ড করা হয়েছে। রাজ্যের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আজ ৯.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গতকাল সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১১.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা তুলনায় আজ আরও শীতল। আবহাওয়া অফিস সূত্রে

জানানো হয়েছে, আগামীকাল রাজ্যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা শীতে যথেষ্ট সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন।

সাইকেলে রাজস্থান থেকে ত্রিপুরায় 'এভারেস্ট বিজয়ী' পাপ্পু রাম চৌধুরী

খবরে প্রতিবাদ, ১ জানুয়ারি ।। মানুষের ইচ্ছাশক্তি যদি হিমালয়ের মতো অটল হয়, তবে কোনো বাধাই তাকে থামাতে পারে না এই কথাকেই যেন বাস্তবে প্রমাণ করে চলেছেন রাজস্থানের যুবক পাপ্পু রাম চৌধুরী। সাইকেলে চড়ে ৬০ হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে রাজস্থানের নাগাউর জেলা থেকে শুরু হওয়া তাঁর অদম্য যাত্রা এবার পৌঁছেছে ত্রিপুরার ধর্মনগরে।

পাপ্পু রাম চৌধুরীর বাড়ি রাজস্থানের খিমসারে। সাধারণ পরিবার থেকে উঠে আসা এই যুবক শুরু করেছেন এক অসাধারণ অভিযান, যার নাম তিনি দিয়েছেন 'শক্তি সংকল্প সফর'। ইতিমধ্যেই তিনি প্রায় ৩৯ হাজার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে দেশের ২৩টি রাজ্য এবং ৬টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ভ্রমণ করেছেন। উত্তর-পূর্ব ভারতের আসাম, মেঘালয় ও অরুণাচল প্রদেশ ঘুরে এবার তিনি পা রাখলেন ত্রিপুরায়। ধর্মনগর সার্কিট হাউজে তিনি আজ রাত যাপন করবেন। এই দীর্ঘ

যাত্রার লক্ষ্য শুধু ব্যক্তিগত কৃতিত্ব অর্জন নয়, বরং সমাজকে একটি ইতিবাচক বার্তা দেওয়া। পাপ্পু রামের অভিযানের মূল উদ্দেশ্য তিনটি প্রথমত, লক্ষ বৃক্ষরোপণের সংকল্প, যার মধ্যে ইতিমধ্যেই ৩০ হাজার গাছের চারা রোপণ সম্পন্ন করেছেন তিনি। দ্বিতীয়ত, পথে পথে স্কুল ও কলেজের পড়ুয়াদের মধ্যে ট্রাফিক সচেতনতা ও সড়ক নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি। তৃতীয়ত, যুবসমাজকে মাদকাসক্তি থেকে দূরে সরিয়ে খেলাধুলা ও সুস্থ জীবনধারায় উদ্বুদ্ধ করা। সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে পাপ্পু রাম বলেন, আমার লক্ষ্য শুধু মাউন্ট এভারেস্ট জয় করা নয়। আমি চাই ভারতের প্রতিটি তরুণের স্বপ্ন যেন এভারেস্টের থেকেও উঁচুতে পৌঁছায়। একটি সুস্থ, সচেতন ও শৃঙ্খলাবদ্ধ ভারত গড়াই আমার এই যাত্রার মূল উদ্দেশ্য। ভারত-বাংলাদেশ ও ভারত-ভুটান সীমান্তবর্তী দুর্গম এলাকা, প্রতিকূল আবহাওয়া কিংবা পাহাড়ি পথ কোনো কিছুই তাঁর সংকল্পকে দমাতে পারেনি। ত্রিপুরা সফর শেষ করে তিনি আরও গভীর পাহাড়ি অঞ্চলের দিকে রওনা দেবেন। চূড়ান্ত লক্ষ্য বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্টের চূড়ায় ভারতের তেরঙা পতাকা উড়ানো। ত্রিপুরার মাটিতে এই দুঃসাহসী সাইকেল আরোহীকে এক ঝলক দেখতে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে। সকলের একটাই কামনা পাপ্পু রাম চৌধুরীর 'শক্তি সংকল্প সফর' সফল হোক এবং এভারেস্টের শিখরে গর্বের সঙ্গে উড়ুক ভারতের তেরঙা।

চড়িলাম মুল সড়কে ভয়াবহ দুই বাসের সংঘর্ষে আহত বহু

খবরে প্রতিবাদ, ১ জানুয়ারি ।। চড়িলামে নতুন বছরের শুরুতেই ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে স্থানীয়দের মধ্যে। বুধবার সকালে আগরতলা—সাব্রুম জাতীয় সড়কে চড়িলাম এলাকায় মুখোমুখি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে দুটি যাত্রীবাহী বাস। দুর্ঘটনায় নারী, শিশু ও বৃদ্ধসহ বহু যাত্রী গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুটি বাসই অতিরিক্ত গতিতে চলছিল। একে অপরকে ওভারটেক করার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সংঘর্ষ ঘটে। খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ দ্রুত উদ্ধার কাজে নেমে পড়ে। আহতদের উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, কয়েকজন যাত্রীর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের বিশেষ পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাস দুটির নম্বর যথাক্রমে TR০১J৩১৬৬ এবং TR০৭ ১২৩৯ বলে জানা গেছে। সংঘর্ষের পর দীর্ঘ সময় ধরে জাতীয় সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয়। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, আগরতলা থেকে উদয়পুর, মাতাবাড়ি, বিলোনিয়া, সোনামুড়া ও সাব্রুমগামী রুটে যাত্রীবাহী বাসগুলোর বেপরোয়া গতি দীর্ঘদিন ধরেই স্থানীয়দের জন্য উদ্বেগের কারণ। অতিরিক্ত গতি ও ঝুঁকিপূর্ণ ওভারটেকিংয়ের ফলে প্রায়ই দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হয়। এই বিষয়ে একাধিকবার প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি বলে অভিযোগ। স্থানীয়দের মতে, নিয়মিত নজরদারি, গতি নিয়ন্ত্রণ ও কঠোর আইন প্রয়োগ না হলে ভবিষ্যতে এমন দুর্ঘটনা আরও ঘটতে পারে। আজকের এই মর্মান্তিক ঘটনা ফের একবার সড়ক নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক তৎপরতার প্রয়োজনীয়তাকে সামনে নিয়ে এলো।

সত্ত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক - শ্রী অভিজিৎ দেবনাথ, মুদ্রণ প্রেস রামনগর রোড নং-৪, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে মুদ্রিত এবং পূর্ব যোগেন্দ্রনগর, দত্তপাড়া, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম থেকে প্রকাশিত।
Printed by Sri. Abhijit Debnath, Owner and Publisher Sri. Abhijit Debnath, **Printed at :** Mudran Press Ramnagar Road No-4, Agartala, Tripura (West), Pin-799002,
Published at : East Jogendranagar, Agartala, Tripura (West), **Editor :** Sri Abhijit Debnath, Mob : 6009513751